বিধবা-সঙ্কট।

(সমাজ-নাট্য।)

এমারেল্‌ড থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা ১৫১ নং বারাণসীঘোষের ষ্ট্রীট

রিপণ প্রেস এজেন্‌সী হইতে

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য।৶৹ ছয় আনা।

উৎসর্গ।

ধনীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল লাল শীল

স্বধর্ম্মনিরতেষু।—

গোপালবাবু,

দৃশ্যকাব্য সভ্য-জগতে এক অপূর্ব্ব পদার্থ। ধরা-বক্ষে এমত সুসভ্য জাতি নাই যাহারা ইহার উন্নতির জন্য বিবিধ চেষ্টা ও অমিত অর্থব্যয় করিতে ত্রুটি করিয়াছে। সুধীজন-সেব্য সেই দৃশ্যকাব্য ও তাহার উৎকর্ষের একমাত্র উপাদান রঙ্গালয়ের সম্যক্ উন্নতি সাধনের জন্য আপনি যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার ফল আশানু-রূপ না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে নাট্য-জগতে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে একথা কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আপনি হিন্দু, বিধবা-সঙ্কটখানি আজ কালকার সুসভ্য হিন্দুদিগের জন্যই লিখিত। অনেকের বিশ্বাস ইহা শিক্ষার্থিনী হিন্দু বিধবা ও তাঁহাদের অদূরদর্শী অভিভাবক-গণের পক্ষে মহৌষধের কাজ করিবে। সুতরাং ইহার বহুল-প্রচার ভার আপনার উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

গ্রন্থকার।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কালীকিঙ্কর	... ...	সম্ভ্রান্ত হিন্দু।
রামচন্দ্র	... ...	শিক্ষিত যুবক ও কালীকিঙ্করের জামাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
হরিপ্রসন্ন	... ...	রামচন্দ্রের বন্ধু।
বাচস্পতি তর্কালঙ্কার	}	অধ্যাপকদ্বয়।
মিঃ গুপ্ত	... ...	বিলাত ফেরত বাঙ্গালী সাহেব
মিঃ এ্যাণ্ড্রুস্	... ...	সংবাদপত্রের রিপোর্টার।
ভগীরথ	... ...	নবোপনীত জুগী।
ধোনাই সদ্দার	... ...	বকেয়া দাগী চোর।
মিঃ মুখার্জি	... ...	পাদ্রি।

স্ত্রী।

সুশীলা	... ...	কালীকিঙ্করের জ্যেষ্ঠা বিধবা কন্যা।
সরলা	... ...	ঐ দ্বিতীয়া বিধবা কন্যা।
চারুমতী	... ...	ঐ বিধবা পুত্রবধূ।
সৌদামিনী	... ...	রামচন্দ্রের স্ত্রী।
গিন্নি	... ...	কালীকিঙ্করের স্ত্রী।
আহ্লাদী	... ...	ঐ ঝি।
মিস্ হোয়াইট	... ...	প্রচারিকা।
বিধু	... ...	বারাঙ্গনা।

প্রতিবাসী, অধ্যক্ষ, সরকার, দ্বার[illegible] সইস, জমাদার, কনষ্টেবল, বেহারা, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি——

বিধবা-সঙ্কট।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গার ঘাট।

(ভগীরথ উপবিষ্ট।)

ভগী। (মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে) মা গঙ্গে! ভ'গের পানে চাও মা, পরকাল ত পরের কথা, সে যা হয় হবে, এখনত পাড়ার কচুকে ছোঁড়াগুলোর হাত থেকে বাঁচাও। মায়ের পেট থেকে প'ড়ে অবধি শুনচি ;—

থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে।
কাল হ'ল তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে॥

এখন কিনা গোরু বেটারা সব উল্‌টে দিলে—ঐ রে গোরু বেটারা আস্‌চে। মেরেই খুন ক'র্ব্বো বেটাদের—

(করতালি দিয়া গান করিতে করিতে একদল বালকের প্রবেশ।)

বালকগণ। থাচ্ছিল ভ'গে সুতো পাট বুনে।
কাল হ'ল বেটার মেগের কথা শুনে।
বেচ্‌লে মাকু বেচ্‌লে তাঁত
বামুন হ'ল বেটা পেটে [illegible] ভাত।

ভগী। দূর হ, দূর হ, ধত্তো গোরু বেটাদের গঙ্গায় পুতে ফেলি—

(পশ্চাদ্ধাবন ও বালকগণের পলায়ন।)

(পুনর্ব্বার মুখ ধুইতে ধুইতে) কথাটা বলে নেহাত বেজায় না, এখন খাই কি ক'রে? তখুনই পাঁচির মারে বল্লুম এতে আমাদের কাজ নেই, নাই বা কেউ ভাত খেলে, এখন বাচ্চা কাচ্চা গুলো অবধি যে ভাতের লোর ধারা পড়ে। বোনা কাটা বন্দ, বাজার ঘাট বন্দ, পুঁজি পাটা নেই যে চিনেবাজার গে কেতা-বের দোকান খুলবো, এখন খাই কি? ভদ্দরের গাঁয় থাকি পর্‌সাদটা আসুটা খেয়েও মাসে দশটা দিন কাটতো, তাও গেল, এখন খাই কি? মাগো পণ্ডিতপাবুনি, মা গঙ্গে—(পৈতা মাজিতে মাজিতে) যা থাক্ কপালে শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কাল ঢুকবোই ঢুকবো—

তর্কালঙ্কার। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

(ভগীরথকে পৈতা লুকাইতে দেখিয়া) কিহে বাপু ভগীরথ যে, এত ভোরে যে গঙ্গার ঘাটে?

ভগী। আজ্ঞে—প্রাতঃপ্রণাম—(ব্রাহ্মণ হইয়াছে স্মরণ হও-য়ায়) আজ্ঞে—প্রাতঃ ডওবৎ—স্নান কত্তে—

তর্কা। (সহাস্যে) প্রাতঃস্নান করা আরম্ভ করেছ, বড় ভাল, বড় ভাল। আমি রাত্রে শিষ্য বাড়ী থেকে এসে ব্রাহ্মণীর মুখে তোমাদের দীক্ষার কথাটা শুনলেম। তা—

ভগী। শুধু দীক্ষের কথাটাই শুনেচেন? দিক্ষে হয়েছে, শিক্ষে হয়েছে, এখন ভিক্ষে ধরেছি।

তর্ক। কাজেই যে, তোমার বাপু এ কাজটা বুদ্ধিমানের মত হয় নাই। যাদের ঘরে ভাত আছে তারাই বাপু হুজুগে মাতে।

ভগী। আমি কি আর মশাই সাধ করে মেতেছি, পাঁচির মা নাছোড়বান্দা—তবু তারে বল্লেম, বলি জলধার খুড়োঠাকুর ঘরে আসুক, পরামোশ কোরে যা হয় একটা করা যাবে। আর তাও বলি হুজুক ত আপনারাই বাধাও, কেউ বল্লে জুগীর পৈতে আছে, কেউ বল্লো নেই। আপনাদের দুদিকেই ব্যবস্থা প্যাক্তির পয়সাটা যোটে। মাঝখান থেকে গরীব শুদ্রো মারা পড়ে—এখন যাই ঐ পাগলা ঠাকুর আসচে।

বাচস্পতি। সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং

স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বং

যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপীনম্ মাং।

তদপি—

কেও ভ'গে বেটা যায় না? বেটা ভারি বেল্লিক্, ভারি বেল্লিক্, ভায়া মা ব্যবস্থাপত্রে নাম লিখে ছিলে?

তর্ক। কি জান ভায়া, কাল দিন পাত্র বিবেচনা ক'রে আজ কাল সকল কাজ কত্তে হয়। এখন ফন্দির বাজার পড়েছে, এত দিন ব্যবসাদারদের মধ্যে ফন্দিবাজি ছিল এখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভিতরে ঢুকেছে; নইলে যে কাজ পাওয়া যায় না, নাম কেনা যায় না, পদ্ পসার হয় না। সেন ভায়ার আসর জুড়্‌তে না জুড়্‌তে বাড়ুয্যে ভায়া আসর নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চূড়ামণি ভায়াও আসর নিয়েছেন, চণ্ডীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বেরুলো, বালখিল্যাশ্রম হলো। [illegible] কি না হচ্ছে। কালটা যে [illegible] পড়েছে এই রকম।

বাচস্পতি। তাই ব'ল্লে কি একটা অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতে হবে? কোন্ শাস্ত্রে জুগী জোলার উপনয়নের ব্যবস্থা আছে বল তো ভায়া বুঝা যাক্?

তর্কা। তা বটে; তা ভাল, এ কথার বিচার অন্য এক সময় করা যাবে। রামচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়টা কিরূপ হবে খবর পেয়েছ কি?

বাচ। রামচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কপাল সেকালেও যা একালেও তাই, শ্রাদ্ধের ঘটাও সমান, সে তবু বালির পিণ্ডি, এ সুধু মণ্ডা মুণ্ডি। বাড়ার ভাগ এঁড়ে গরু—

তর্কা। বল কি ভায়া! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বল্‌বে না? এতটা টাকা বুড়ো রেখে গেল কিছুই সৎকার্য্যে লাগ্‌বে না?

বাচ। সৎকার্য্যে খুব্‌ই লাগ্‌বে! আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলবে না এও কি কথা, তবে তোমার আমার মত টুলো, মাথা কামান, চৈতন ককাওয়ালা গুলোর ভাগ্যে বড় কিছু হবে না। বাছা বাছা পণ্ডিতেরা শিরোপা পাবে। জামা বুট পরা শইকে হাজার্‌কে স্মৃতিরত্ন ন্যায়রত্ন যে কয়জন আছে, কে, সি ধারী, জন কতক সায়দ্ আর আমীর, বি, এ ওয়ালা দত্ত সেন জন কতক, কেতাব ওয়ালা বিদ্যারত্ন প্রভৃতি জন দুই চার্ আর সেই এ, বি, সি, ডি ওয়ালা বেলাতি পণ্ডিত মূর্খমুলোর। আর কত বল্‌বো, লিষ্টি প'ড়ে দেখো——

তর্কা। বল কি ভায়া! য়ঁ্যা! হল কি! তা হবেই তো, 'কলৌ কর্ম্মহীনা নরাঃ।' ভাল কথা, এঁড়ে গরু কি বল্‌ছিলে?

বাচ। এঁড়ে বাঁদে একুশ।

তর্কা। (নীরব)।

বাচ। হাঁ ক'রে রইলে যে ভায়া, অনুগ্রহটা বুঝি হ'ল না? কেবল ভুগীকে যোগী ভুজী ক'রে পৈতের ব্যবস্থা দিতে পার! একুশটা এঁড়ে আর বলদ্ দান হবে। দান্ সামগ্রীর মধ্যে এঁড়ে গরুর এক শান্—আমি ভায়া কাল্ থেকে অস্থির হয়ে পড়েছি—আমার এক জন প্রজা—সেই "চোর্ খোনা" গো—আমাকে ধরে বসেছে যে, তার নামটা লেখাবার জন্ত অনুরোধ কত্তে হবে। তার ভাইনের শাম্‌লা গরুটা মরে গেছে, চাস্ বাস্ বন্ধ—ভাগ্য-ক্রমে ছোট বাবু বসেছিলেন। তিনি পরিহাস ক'রে বল্লেন "সেখের পো! এ তো দেশী শ্রাদ্ধ নয় যে বামন পণ্ডিতের অনু-রোধ উপরোধ চল্‌বে? তুমি আট আনা দামের ষ্ট্যাম্পকাগজে দরখাস্ত কর; আর ঐ দরখাস্তে লিখে দিও, কত নম্বরের দাম্‌ড়াটা তোমার শাম্‌লার সঙ্গে কাঁদে মিল্‌বে।" বেটা তাই বুঝে গেল তবে রক্ষা।

তর্ক। তবে ত আজ শ্রাদ্ধসভায় ভারি রহস্যই হবে। সে যা হক্, ব্রাহ্মণী এ সংবাদটা শুন্‌লে দেখ্‌ছি ভারি গোলযোগ কর্‌বেন্। শেষে জামা বুটই বুঝি ধর্‌তে হয়!

বাচ। সে ভাল, সে ভাল। ব্রাহ্মণীর অনুগ্রহে শেষ দশায় যদি বুট্‌টা জামাটা কপালে জোটে সেটা শুভগ্রহই বল্‌তে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ—

তর্ক। ভায়া চল ও ঘাটে যাওয়া যাক্। ছেলে গুলো বুঝি, তাগেকে ধ'রেছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(করতালি দিতে দিতে একদল বালকের প্রবেশ।)

বালকগণ। থাচ্ছিল ভোগে স্থতো পাট বুনে।
কাল হ'ল ভোগের মেগের কথা শুনে॥
বেচ্‌লে মাকু বেচ্‌লে তাঁত।
বামুন হলো বেটা পেটে নাইক ভাত॥

১ম বালক। কই, কোন্ দিকে গেল?

২য় বালক। চল্, ওর বাড়ী যাই, পাঁচীর মাকে খেপাই গে।

[করতালি দিয়া গান করিতে করিতে প্রস্থান।

(ভগীরথের প্রবেশ।)

ভগী। গোর্ বেটারা দেখ্‌চি ভিটে ছাড়া ক'ল্লে। আর্ ত তেষ্টান যায় না। যাক্ মরুক্‌গে এ দেশ ছেড়েই যাব। যদি শ্রাদ্ধ-বাড়ী কিছু ভাল রকম মথে পারি তবে ঘর দরজা বেচে এখান থেকে উঠে যাব। ধোনা বেটা আস্‌চে দেখ্‌চি——

(ধোনাই সদ্দারের প্রবেশ।)

ধোনাই। আরে ভোগে ঠাউর যে, অনেক দিনির পর মোলাকাৎটা হলো। ত্যাবে ব্যাব্‌সা বানিজ্জি গাঁ ঘর্ সব ঘুচ্‌য়ে দ্যালে? মোগার এট্টা য়্যাম্‌টা পৈতি মৈতি জোট্ পাট্ করি দিতি পারো? না হয় দশটা টাহাই খর্‌চা করি——

ভগী। (বিরক্তির সহিত) ধোনা ভাই, ছেলে পুলে সব আছে ভাল? হাতে ওখানা কি গা?

ধোনা। হ্যাঁ ছাধাল্ টাবাল্ আছে ভাল, ত্যাবে সাম্লাডা পচ্চিমে হয়ে মরে গে, চাস্ বাস্ নেহাক্ বন্দ। এডা এষ্টাম্বর্—ছরাদ বাড়ী এট্টা দরখাস্ত দ্যাবো ভাবুচি, যদি এট্টা এঁড়ে, টেঁড়ে মোর কপালে ওটে। কি বল, ওট্‌পে না কি ?

ভগী। ওট্‌পে বই কি, এঁড়ে ত কম্ না। সবই কি বামুনদের দেবে।

ধোনা। তা বলা যায় না। বামুনের দল্ যে জেঁকে উট্‌লো। আগে ছেলো শুদ্র বামুন্ এখন আবার তোমাগার একদল বামুন্, বামুন্ বামুন্, জুগী বামুন্, মোরা কি কল্‌কে পাবো—হ্যাগা ভোগে ঠাউর শুদ্দুরি ত বামুন্‌রি পর্‌নাম্ করে, তোমাগেরেও কি করে ?

ভগী। না, আমাদের কেন ক'র্ব্বে।

ধোনা। তোমাগেরে পর্‌ণাম্ করে না! ত্যাবে কি শুদ্দুর্ বামুন। বামুন্ দেখ্‌লিই ত শুদ্দুরি পর্‌ণাম্ করে, কে জানে চেনা, কে জানে অচেনা। পর্‌দেশি শুদ্দুরয়ো জুগী বামুন্ কি বামুন্ বামুন্ চেনে ক্যাম্বায় ?

ভগী। ধোনা ভাই ব্যাব্‌সা চল্‌তেছে কেমন ?

ধোনা। মোর্ সম্বিস্যিটে বুঝি চাপা দ্যাগে, আচ্চা দোস্‌রা বখৎ হবে। ব্যাবসার কথা আর কি কবো, ব্যাব্‌সা ছাড়ান্ দেলাম্। কোম্পানির নাজ্জি ও কামড়া আর চলোই না। আরে ভাই, জানই ত "চোর বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা" কাজ্ কাম্ ছাড়ান্ দিচি তেঁমু ঘরে বসে দু দশ্ টাহা রোজ্‌গার হয়।

ভগী। সে কি রকম্। ঘরে বোসেই রোজগার্ ?—

ধোনা। সে কথাডা আর নাই শোন্‌লে। ত্যাবে তোমার কথা জুদো, ছোট্ট কালের পিরিৎ তা বলিও চলে। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া মৃদুস্বরে) হাতে কলমে নাই কল্লাম্, ওতে বুঝি অনেক্ গোয়েন্দাগিরি কত্তে যাবে। চোর্ বলি চোর্ ধত্তে কার্ বাপের সাদ্দি। ম্যাজেষ্টর বল, পুলিস সায়েব বল আর দারোগা মশায়ই বল, মোগার সঙ্গে জোট্ না বাঁদলি চোর্ ধর্‌বার যোটী নেই। ছুটো চুরি ক্যানো ত্যানো ক'রে কেনারা কত্তি পাল্লি ওরাও দশ টাহা পায় মোরও বক্‌স্রিস্‌টে আস্‌টা জোটে।

ভগী। বটে—আচ্ছা ধোনা ভাই, হারানে চাচারে সেবার দারোগা মশাই চোর বলে "ধর্‌লে" কেন? ওত কখন ওকাজ করে না। আমি জানি ও বড় ভাল মানুষ——

ধোনা। ভাল মানুষ হলি কি হবে। অদেষ্টের লেখন্। সে মজার কথা কেন পুছ্ কর্‌চো—মোর মুকি এক দিন ওর খ্যাতে ছুটো বাগুন তুলেলো ব'লে হারাণে শালার ঘরের মোক্ বড্ডি গাল মালাজ করেলো। তাই মোক্ পোল্লটা প্যাটে প্যাটে ছেলো। যে বসিদের বাড়ী সিঁদ হলো, অম্নি থানায় গে দারোগা মশাইরি বলাম হারাণে শালা এর মদ্দি আছে। আর যাবা কোতায়—সেল আনন্ত প্যাজ পয়জার্ দুই-ই হলো—মোর খোসামুদি কল্লে, টাকা ডালে, ফুক্কো মাল্লে, আরো থানায় পাঁচ-কুড়ি টাহা গুণোগারি দ্যালে। এক্ তোমরা বোঝ্‌বা কি? থানা পুলিস্ এক্ চিজ্ [illegible] ওরা নরম মানুষির যম। মরদের কাছে বড় ঘ্যাসে না।

নেপথ্যে। (বালকগণের করতালির শব্দ।)

ভগী। ঐ শালারা আস্‌চে রে——(বেগে পলায়ন।

(বালকগণের প্রবেশ।)

বালকগণ। খাচ্ছিল ভোগে সুত পাট বুনে।
কাল হ'ল ভোগের মেগের কথা শুনে।

১ম বালক। এ আবার কে রে!——[সকলের পলায়ন।

ধোনাই। মুইও সাদি বাড়ীর দিকি যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(রামচন্দ্রের বাগানবাটী—শ্রাদ্ধ সভা।)

এক পার্শ্বে চেয়ারে সকোটপেন্‌টুলন সভোড় রামচন্দ্র, সম্মুখে গালিচাসনে অধ্যক্ষ, তৎপার্শ্বে ফর্দ্দ হস্তে সরকার দণ্ডায়মান; অপর পার্শ্বে চেয়ারে মিঃ গুপ্ত, একজন পিরানধারী অধ্যাপক তৎপশ্চাতে নম্বরওয়ারি সজ্জিত দান সামগ্রী।
এক কোণে রিপোর্টারের টেবল।

মিঃ গুপ্ত। Oh! here comes Mr. Andrews, our reporter.

(এণ্ড্রুসের প্রবেশ ও সেক্‌হাণ্ড করণ।)

Good morning Mr. Andrews, take your seat please. We have been talking of you.

মিঃ এণ্ড্রু। Thank you dear Mr. Gupta, I am just in time I see. I have been consulting with our editor about the article which will be published in our next issue.

মিঃ গুপ্ত। About what?

মিঃ ঘোষ্। Needn't ask that. Don't you understand me?

মিঃ গুপ্ত। I do, I do.

রায়। I have, my dear friends, already made up my mind to contribute Rs. 5000 to the Lady Dufferin's Fund.

মিঃ গুপ্ত। Thanks for this charity. I have also been thinking of a similar plan. You are sure to be honored with a Roy Bahadoor on the next Royal Jubilee.

মিঃ ঘোষ্। You have got a talented champion of your cause.

রায়। I will stand against every prejudice, trample down every thing Hindoo in its character and what the old Hindoo fools preached to be their religion.

(এক জন সহিস ১নং বলদ লইয়া প্রবেশ।)

অধ্যক্ষ। কি রে ব্যাটা, ওটাকে এখানে আন্‌লি কেন? ২ নম্বর সভায় নে যা। সব সায়্ ব্যবস্থা করে রাখ্‌বি। গোলমালটী না হয়। আমরা এখানকার কাজ সেরেই যাচ্ছি।

সহিস। হুজুর এঠো বড়া বদ্‌মাস্ হায়, রশি তোড়্‌কে ভাগ্ গিয়া রহাঁ, বহুৎ দিক্‌দারি কর্‌তা হাঁয়।

রায়। তোম্‌রা জাগাসে রাখ্যো, দুই_নম্বর ভাক হোগা তব্_হাজির করো। [প্রস্থান।

রাম। নাম ডাক সরকার।

সরকার। ১নং বিদায়—১ জোড়া কাশ্মীরি শাল ও কর্ত্তার ফটো—প্রোফেসর মোক্ষমূলর।

অধ্যক্ষ। খাতাঞ্জির জিম্মা কর। কালকার মেলেই যেন রওনা হয়।

সরকার। ২ নং বিদায়— শাল ১ জোড়া মূল্য ৪০০৲ টাকা ও কর্ত্তার ফটো——মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ টেগোর।

অধ্যক্ষ। কলিকাতার যাঁরা যাঁরা উপস্থিত নাই এমত চারি চারি জনের বিদায় এক এক ভরীর জিম্মা কর। এক এক খানা কার্ড সঙ্গে দিও।

মিঃ গুপ্ত। I say, my dear Ram Chandar, কলিকাতার যে সকল প্রধান প্রধান লোককে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানা হয়েছে কি? পাছে কেউ কোন প্রকার offence লন, এইটে আমার আশঙ্কা। এরূপ আর না হয়।

মিঃ এ্যাণ্ড। O that is a very important question in these days of defamation cases, and should be decided first.

রাম। না—মতামত জানবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বিদ্বান, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী, যাঁহারা দেশের জন্ত খাটিতেছেন, তাঁহাদের সম্মান রক্ষার জন্ত এ বিদায়ের ব্যবস্থা। দেশের কাজ তাঁহারা করিতেছেন, আমার কাজ আমি করিয়া যাই। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিলে

আমি চরিতার্থ হইব। কেহ ফেরত দিলে দুঃখিত হইব বটে কিন্তু আমার conscience ত satisfy হ'ল।

মিঃ গুপ্ত। Very right, very right.

সরকার। ৩নং বিদায়—৩৫০৲ টাকা মূল্যের ১ জোড়া শাল, কর্ত্তার ফটো—বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

৪নং বিদায়—৩০০৲ টাকা মূল্যের ১ জোড়া শাল, মোহর ১ থান—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।

সরকার। ৫ নং বিদায়——সন্ধ্যা আহ্নিকের জন্য এক জোড়া গরদ, লাট সাহেবের লেভিতে যাইবার জন্য একটী উৎকৃষ্ট মড়িচা পাগড়ি আর ২ থান মোহর—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন C. I. E.

৬ নং বিদায়—২০০৲ টাকা মূল্যের আলোয়ান ১ থানা—সায়দ আমির আলি C. I. E.

৭ নং বিদায়—২ থান এস, ও, মার্কা হোরস্ক লংক্লথ ও ১ কাপি Encyclopædia—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

৮ নং বিদায়—ছোড়ান সমেত ২২ ভরির সোনার গোট, লেডলার বাড়ীর তাসার বডি ১টা ও এক কাপি যদু বাবুর ধাত্রী-শিক্ষা——শ্রীমতী নিতম্বিনী বাকুলি এম, এ, এম, ডি।

৯ নং বিদায়—এক থানি জামিয়ার ও ১০ ভরি চাঁদি—পণ্ডিত সচ্চিদানন্দ গোস্বামী।

গোস্বামী। জগদীশ্বর বাবুকে দীর্ঘজীবি করুন। (বিদায়গ্রহণ)

(বেগে ভগীরথের প্রবেশ পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্বারবানের প্রবেশ)।

দ্বারবান। (ভগীরথকে ধরিয়া) শালা বাউরা হায়। (হিচুড়ে লইতে উদ্যত।)

মিঃ গুপ্ত। (দ্বারবানের প্রতি) ছোড়্ দেও। (ভগীরথের প্রতি) কোন্ হায় টোম্?

ভগী। (পৈতা বাহির করিয়া) আমি ব্রাহ্মণ হায়—

মিঃ গুপ্ত। ইভার্ কাহে আয়া?

ভগী। ইডার—বিদেয় নিতে এসেছি, পাঁড়েজী ছোড়্ না দেতা হায় তাই ছুট্‌কে আয়া।

(সকলের হাস্য।)

অধ্যক্ষ। বিদায় নিতে এসেছ, লেখা পড়া জান?

ভগী। কেন বামুন পণ্ডিত দুই তো বিদেয় হবে!

অধ্যক্ষ। তুমি ব্রাহ্মণ না পণ্ডিত?

ভগী। ব্রাহ্মণ।

অধ্যক্ষ। আজ বাজার থেকে পৈতে কিনে এনেছিস্ বুঝি?

ভগী। কেন গো, এক মাসেরও বেশী হ'ল যে আমার পৈতে হয়েছে।

অধ্যক্ষ। বয়স কত?

ভগী। দশ গণ্ডা কি ১২৷৷০ গণ্ডা।

অধ্যক্ষ। সবে একমাস পৈতে হয়েছে? জুগী বুঝি? এ শ্রাদ্ধে মূর্খেরও বিদায় হবে না, জুগী জোলারও বিদায় হবে না।

ভগী। (সক্রোধে) অধ্যক্ষিগিরি কদ্দিন কচ্চো গা ঠাকুর? মুখ্যুর্ শ্রাদ্ধে মুখ্যুর্ বিদেয়ই তো ধরা কথা, বাবুর বাপ্ যে নাকাট্ মুখ্যু ছিল, সে শ্রাদ্ধে মুখ্যু ব'লে আমি বিদেয় পাব না, আর যত পণ্ডিত বিদেয় পাবে? ও ঠাকুর বল্লি সে বিলিত্তি সাহেবটা কি ভাটপাড়ার গোঁসাই।

দ্বারবান। চোপ্‌রাও।

ভগী। বিয়ের না নিয়ে চোপ্‌রচ্ছিনে। কাজ কর্ম্ম গেল, খাটা খাট্‌নি গেল, বিদেয়টা আস্‌টা পাবো না, তবে কি শুকিয়ে ম'র্ব্বো ?

রাম। তোমার নাম কি ?

ভগী। শ্রীভগীরথ দাল—না-না—ভট্‌চাজ্জি।

রাম। তোমার বড়ই কষ্ট হয়েছে, না ? কেন বাপু এ গ্রহ ?

ভগী। কষ্ট বলে কষ্ট, আজ দুদিন হাঁড়ি অবধি চড়ে নি—

রাম। আচ্ছা, তোমাকে ১০৲ টাকা বিদায় দেওয়া গেল।

(অধ্যক্ষকে টাকা দিতে সঙ্কেত)

ভগী। (টাকা পাইয়া) এখন বাপের বেটার মত কাজ হোল। বেঁচে থাক। মাসে মাসে তোমার বাড়ী এমনি আদ্যশ্রাদ্ধ হ'ক্।

[প্রস্থান।

মিঃ গুপ্ত। নটা বাজে, এখন আর কোন পণ্ডিত তো উপস্থিত নাই, এ সব এখন বন্ধ রেখে Let us dispose of the oxen first.

রাম। Very good.

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রামচন্দ্রের কলিকাতার বাটী।

(এক খানি ছবি হস্তে স্থশীলার প্রবেশ।)

স্থশীলা। এ চেহারা খানি আমার তোরঙ্গে লুকনো ছিল তাই পায় নি। নইলে এক এক ক'রে তাঁর সব চেহারা গুলিই সরিয়েছে। ছোট বউ কি ভেতর ভেতর আছে? হবে—তাঁর চেহারা গুলি আমার চোখের উপর থেকে সরিয়ে, আমার মন থেকে তাঁকে তফাত কত্তে চায়; পাগল আর কি, এ মুখ, এ চোক্, এ নাক্, এ ভুরু কি আমি কখন ভুল্‌বো, না তা হ'লে আমার পরকাল থাক্‌বে? ষোলবছর বয়সের সময় তিনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছেন, সে আজ ৪।৫ বছর হ'ল, তবু যেন আমি তাঁকে চোকের উপর দেখ্‌চি। ঠাকুর মশাই বলেন, যে স্ত্রী পতির মরণে মত্তে পারে সেই পতিব্রতা, সে ভাগ্যি কি যার তার হয়; বিধাতা কপালে স্থখ লেখেন নি কি ক'রে স্থখ হবে। নইলে এমন রাজা স্বামী মর্ব্বে কেন? (ক্রন্দন)। কিন্তু তা বলে এ শরীর কুকুর দিয়ে খাওয়াব না। ঠাকুর ম'রেই তো ঠাকুরপোর এত জারি জুরি বেড়েছে। যেরূপ জ্বালাতন আরম্ভ করেছেন, তাতে এখানে থাকা আর বনে না।

(সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদামিনী। কাঁদ্‌চ বুঝি? ছিঃ ভাই অমন ক'রে কেঁদে

কেঁদে বেড়ালে কি হবে বল ? তুমি ত অবুঝ্ নও, উনি ত পাগল, ওঁর কথা শুনে তুমি মনে একটুও দুঃখ কোরো না।

সুশী। সুধু দুঃখু নয় দিদি ভয়ও হয়েছে।

সৌদা। কিসের ভয় তোমার ? আমি থাক্‌তে কার্ সাধ্যি তোমার একটী চুলে হাত দেয়। বিধবার বিয়ে দিতে হয়, যারা বিয়ে বিয়ে ক'রে পাগল, তাদের গিয়ে দিক্। কথাটা কি জান, ঘরের ভিতর একটা কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাল্লে বাহাদুরীটে খুব বেশী হয়। আমি থাক্‌তে তা হচ্চে না। এই ঠাকুরঝির কাদা-মাটী নিয়ে আজ দুদিন ধ'রে কত ঝগ্‌ড়াই কচ্চি, কিছুতেই রাজি হয় না। বলে আমার বাড়ী কোনমতেই ও সব হবে না, ও ভারি কুপ্রথা, ভারি অশ্লীলতা। কিন্তু ভাব দেখি, কাদা ক'রে মাতামাতি যদি নাই করি, তবু এক দল খেম্‌টা না আন্‌লে কি আর পাড়ার মেয়েদের কাছে মুখ দেখান যাবে ?

সুশী। কি বল্‌বো বোন্! আমি নিজে কোথায় আছি তার ঠিক্ নেই। তবে পার ত ভালই হয়। ঐ সবে একটী ননদ, তার প্রথম কাজটা। ঠাকুর মশাই বলেছেন দ্বিতীয়বিবাহ একটা সংস্কার—ওটা কত্তেই হয়। ঐ বুঝি আস্‌চেন্ আমি যাই।

সৌদা। যাবে কেন, দাঁড়াও না, কি বলেন একবার শোনা যাক্, নইলে গুরু মশাইকে ধ'র্ব্বো।

সুশী। গুরু মশায় আবার কে ?

সৌদা। কেন, বিদি পোড়ারমুখি। যদি না রাজি হয় তবে এখনি ঝিকে পাঠিয়ে দেব। সেখানে ধম্ম টম্ম, জারি জুরী কিছুই খাট্‌বে না।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

রামচন্দ্র। দুটী পায়রাই যে এক খোপে। বউ, আর দশ দিন সময় আছে, বেশ ক'রে বুঝে দেখ। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমরা জিদ্ করছি। অজ্ঞানাবস্থায় বিবাহ বিবাহই নয়, সে অসিদ্ধ, শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ!!!

সৌদা। সিদ্ধ কি অসিদ্ধ সে পরে দেখা যাবে, এখন খেম্‌টার কি হ'ল বল?

রাম। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! এখনও ঐ কথা, কাল তোমাকে আমি নিজে তিন ঘণ্টা ধ'রে বুঝালেম, হরি বাবুও দুই ঘণ্টা, এখনও আবার সেই কুসংস্কারের কথা! আমি প্রচারক, আজ বাদে কাল আচার্য্য হবো। আমার সহধর্ম্মিনী কোথায় আমাকে দেশের এই সকল কুসংস্কার উচ্ছেদ কত্তে সহায়তা ক'র্ব্বে. না আমাকে ধর্ম্মপথ হ'তে ভ্রষ্ট ক'র্ব্বের জন্য উত্তেজিত কচ্চে, কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা দিচ্চে: হাঃ জগদীশ! কবে ভগ্নীগণ ভ্রাতাদের সকল কার্য্যে সহায়তা কর্ত্তে শিখ্‌বেন?

সৌদা। (গলায় বস্ত্র দিয়া) কথকঠাকুর প্রাতঃপ্রণাম! ভ্রাতা ভগ্নি মেলাই আবোল্ তাবোল্ বকৃচো যে, প্রচারকের জিতেন্দ্রিয় হওয়া দরকার কি?

রাম। খুব দরকার—জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, সৎসাহস-সম্পন্ন এ সব হওয়া ভারি দরকার।

সৌদা। আগে এইগুলো হ'লে হয় না?

রাম। এর কোন্ গুণটা আমাতে নাই? তুমি এ কথা বল্লে লোকে আমাকে ভারি সন্দেহ ক'র্ব্বে। ও কথা আর কখন মুখেও এনো না।

সৌদা। তা আন্‌বো না। বলি বিদি বাঁদ্‌রী কি তোমার বিয়ে করা মাগ্? আর তাও তো দুটো বিয়ে তোমাদের পাঁজিতে লেখে না।

রাম। সে এক দিন গেছে। তখন ধর্ম্মবুদ্ধি ততটা সতেজ হয় নি।

সৌদা। এখন ত খুব তেজাল হয়েছ।

রাম। এখন কি আর সেখানে যাই। আর যদিই যাই, এখন তাকে ভিন্ন চক্ষে দেখি। জগৎময় ভ্রাতা ভগ্নি——

সৌদামিনী। সে বেশ, তাতে প্রেমের জমাট্ টা বাঁদে ভাল! তবে হবে না?

সুশী। (জনান্তিকে) তুমি মরো।

রাম। না।

সৌদা। আমরা যদি টাকা দিই?

রাম। কিছুতেই না।

সৌদা। চল্‌লো দিদি চল্. দেখা যাক্ হয় কি না হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাম। স্ত্রীস্বাধীনতা ভাল ভাল ক'রে বেড়াই বটে কাজে কিন্তু জিনিস্‌টা ভাল নয়। এই দেখ না, কট্ কট্ ক'রে মুখের উপর জবাব কত্তে লাগ্‌লো, কথাটী কইবার যো নাই। কইলেই স্ত্রীস্বাধীনতায় আঘাত করা হোল, সাম্যভাবের ব্যাঘাত হ'ল যাক্ এখন একবার ওদিক্ থেকে বেড়িয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) ঝি, ঝি, বাটীর ভিতর বলিস্, আমার আস্‌তে একটু রাত্ হবে নিমন্ত্রণ আছে, ভাব্‌তে বারণ করিস্।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বিধুর শয়ন গৃহ।

বিধু। (শয়ন করিয়া গীত।)—

রাগিণী—ঝিঁঝিটখাম্বাজ। তাল—মধ্যমান।

প্রাণ ভাল বাসে না যারে।
সদত আছিরে রত তুষিতে তারে॥
যারে না হেরিতে পারি, যে মুখ স্মরিলে মরি,
ধন আশে দাসী তারি, (হায়) আশা না মিটিল রে॥
অবলা করিলি যদি, কেন দিলি এ দুর্মতি,
আর ও বা হয় কি দুর্গতি, ধিক্ বিধিরে তোরে॥

পাদ্রিটাব আস্‌বার কথা ছিল যদি এসে পড়ে তবেই কিছু গোল দেখ্‌ছি। ব্যাটার আজ টাকা দেবার কথা, নইলে বাগান গেছে বলে বিদেয় কল্লেই হ'তো। আচ্ছা, বলাইসিংকে সমজে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ।)

রাম। কেউ কোথাও নেই যে, কোথা গেল? ঘরের পয়সা ব্যয় ক'রে কি কাঙ্গালীভোজনের ব্যবস্থা করে রেখেছি! যাক্ মরুক গিয়ে, আমারও ছাড় ছাড় হয়ে এসেছে, তবে নিতান্ত অনেক দিনের আলাপ তাই ভুল্‌তে পাচ্ছি না, আর

ছুঁড়ীটা দেখ্‌তে যেন পরীর বাচ্ছা, যেমন গাইতে, তেমনি নাচ্‌তে। ওকে দেখ্‌লে আর সমাজ ধর্ম্ম কিছুই মনে থাকে না।

(বিধুর প্রবেশ।)

এই যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণিমার পূর্ণবিধু, এস এস প্রিয়ে এস। তোমায় ঘরে না দেখে আমি চারিদিক আঁধার দেখ্‌ছিলেম।

বিধু। দেখ্‌বেই তো, আমি না থাক্‌লেই যে অন্ধকার।

রাম। তা ভাই লাক্ বার। তুমি যে মজ্‌লিসে নাই, সে মজলিসই নয়, তুমি যার প্রাণ শীতল না কল্লে তার প্রাণের মুখে ছাই, তুমি যে ঘরে নাই সে ঘর অন্ধকূপ।

বিধু। স্বধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না, দুমাসের মাইনে যে বাকি পড়েছে? আর এই বাপের শ্রাদ্ধ কল্লে, দেশ বিদেশে শাল দিলে, পাল্‌কে পাল এঁড়ে গরু বিলুলে, আমি কি কিছুই পাইনে?

রাম। তুমি পাবে না তো পাবে কে? সে সকলের উচ্চ বিদায়। নিজে আগে সে ব্যবস্থা ক'রে তবে অন্য কাজ করেছি। এই নাও তোমার বেনারসি, এই তোমার সোনার চন্দ্রহার, এই নাও তোমার গোলাপপাশ, আর এই দুমাসের মাইনে ২০০৲ টাকা।

বিধু। তা জানি তা জানি। নইলে আর তোমার জন্যে আমার এত মন পোড়ে। তোমার এই ভালবাসার গুণেই তো বাঁধা পড়েছি, নইলে কত বেটা দেড়শ টাকা মাইনে বোলে খোসামোদ কচ্ছে। আমি গুর পানে তাকাই তবু তাদের পানে তাকাই না। এমনটী কিন্তু আর কোথাও পাবে না।

খুব বড় গলা ক'রে বল্‌তে পারি ঘরের মাগ্‌ও এমন ক'রে তোমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌তে পারে না।

রাম। (স্বগত) ওঃ এতদিনে জান্‌লেম যে বেশ্যার মধ্যে ও সতী আছে। (প্রকাশ্যে) তা বটে কিন্তু তুমি যদি ভাই, ব্রাহ্মিকা হও তবে—

বিধু। না না না ও কথাটী ব'লো না, আর যা বল সব পারি, আমি কেলেঙ্কারিতে বড় চটা। ঐ যেমন হরির বোন্‌ঝি— যেটা থিয়েটারে যায়, দিন্ কতক বকা ধার্ম্মিক হলো, নাম বদ্‌লালে, কত কাণ্ড কারখানা কল্লে, শেষ আবার যে ঘাটের তা সেই ঘাটে এসে লাগ্‌লো। ওসব কি আমাদের সাজে। ও কথা যাক্। সেদিন খাবার ফেলে রেখে গেলে, সেইদিন থেকে আর আমি খাবার মুখে তুলিনি, ঝি, ও ঝি, খাবার দিয়ে যা! গরম্ গরম্ কাট্‌লেট্ নিয়ে আয়্—আর—বুঝ্‌লি ত—

(ঝির খাবারাদি লইয়া প্রবেশ ও টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান।)

এই খানি খাও, বেশ্ গরম আছে। তুমি ভাল বাস ব'লে এই সব তোয়ের করা। (চন্দ্রহার ছড়া হাতে করিয়া) বেশ পছন্দ সই জিনিষ হয়েছে, আর তাও বলি, আমার কি ভাই, যা দেবে তা তোমারি থাক্‌বে, তবে যে দশ দিন বাঁচি পোরে একটু সুখ। আমার যা কিছু থাক্‌বে সবই তোমার পাঁচিকে দিয়ে যাব। গহনা বল, কাপড় বল, আর যাই বল, সবই তোমার জন্যে। আমি যদি দশ আনা দামের একখানা থান পোরে দুগাছা বেলোয়ারি চুড়ি হাতে দিয়ে তোমার কাছে বসি তা হলে তোমার প্রাণে কি ব্যথা লাগে না?

রাম। সুধু ব্যথা, বিদীর্ণ হয়ে যায়। বাবা না খেয়ে না

পোরে টাকা রেখে গেছেন, যদি সে টাকায় তোমার মত সুন্দরীকে সাজাতে না পাল্লেম তবে আমার জন্ম বৃথা, কর্ম্ম বৃথা বৃথা ধনুর্ব্বেদ—

বিধু। এই টুকু খাও দেখি—(গেলাস হস্তে প্রদান।)

রাম। আর খাব না ব'লে যে প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিধু। এ তো আর সমাজ নয়, এখানে খেলে দোষ কি, লোকের কাছে খাইনা বল্লেই হ'ল।

রাম। সে কথা ঠিক্। খাই না, যাই না, করি না, এসব হ'ল আজ্ কাল কার্ আত্মরক্ষার অমোঘ অস্ত্র। আর আমরা তো ইংরাজের অনুকরণই কচ্চি। তাদের সকলেরই দুটো ক'রে জীবন আছে। একটা Public Life, একটা Private Life. বাহিরের জীবনে কোন দোষ না থাক্‌লেই হ'ল। ভেতরকার জীবন যেমন তেমন হোক্ না, বাহিরের লোকে তার খোঁজ খবর নেয় না। তবে হিন্দু গুলো আজও তত সভ্য হয় নি। এ ব্যাটারা চার্ দিক দেখে, ভেতর বার্ নজর চালায়। কাজেই একটু সাবধান থাক্‌তে হয়। তা আজ নাই খেলাম, পেট্‌টা বড় গরম হয়েছে।

বিধু। তবে থাক্—

গীত। রাগিণী— সিন্ধুখাম্বাজ। তাল—কাওয়ালী।

নাথ আমি তোমারই দাসী।

জানাব কেমনে বল কত ভাল বাসি॥

এ নবীন যৌবন, তোমারই কারণ,

তোমারই তরে পুষি, এ রূপ রাশি॥

রাম। আর একটী—

বিধু। রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—কাওয়ালী।

বলনা নয়নে নাথ, কি গুণ রেখেছ ভরি।
অভিমানী রব ভাবি মুখ হেরে নাহি পারি॥
মন ভাবে সদা তোমায়, সে কভু আমার তো নয়,
নয়ন অনন্যমনে, ভাবে ও রূপ মাধুরী॥
যে ছিল আমার পক্ষ, সে হ'ল তোমার পক্ষ,
মন নয়ন বিপক্ষ, স্বপক্ষ কেহ না হেরি॥

গান তো গাইলেম। আমার একটী অনুরোধ আছে। সেটী রাখ্‌তেই হবে, আর সে লোক ও তোমার অচেনা নয়। সেই যে বিনি, সেই একদিন এখানে নাচুলে গাইলে, তুমি একটী মোহর দিলে, কত সুখ্যাৎ কল্লে। সে ভাই ব'লে পাঠিয়েছিল, কাল্‌কার বায়নাটা যেন তারই হয়। আমি চার টাকা বায়না পাঠিয়ে দিয়েছি, আর ব'লে দিয়েছি এর জন্য আর অনুরোধ কি, বাবুকে একবার বল্লেই হবে।

রাম। কিসের বায়না?

বিধু। ন্যাকামি করিস্, ওই জন্যেই তো রাগ হয়। ঠাকুরঝির কাদায় বুঝি খেম্‌টা চাইনে? সে ত কাল। বিনি কোথেকে শুনে আমায় কাল ধরে বসেছিল·· —

রাম। পুঁটীর দ্বিতীয়সংস্কার হয়েছে বটে কিন্তু আমার বাটীতে ত সে সব কিছু হবার যো নাই। এ সকল কুপ্রথার প্রশ্রয় কি আমি দিতে পারি। আমাকে সমাজে কি বল্‌বে?

বিধু। সমাজ্ টমাজ্ বুঝিনে। আমি তাকে কথা দিয়েছি,

তোমার হ'য়ে বায়না দিয়েছি, আমায় এখন অপমান কত্তে হয় করো।

রাম। অপমান কেন হ'তে যাবে। সে না হয় এখানে এসেই আমোদ ক'র্বে, তার দশটাকা পাওয়া বৈ ত নয়।

বিধু। আচ্ছা, খেম্‌টা বাড়ীতে দিলে তোমাকে সমাজে নিন্দে ক'র্বে আর তুমি যে রাঁঢ়ের বাড়ি ব'সে মদ মাংস মার্‌চো তাতে সমাজ কি তোমার ছবি তুলে বিলেত পাঠাবে ?

রাম। এ ত লুকিয়ে খাচ্চি, কেউ কি জান্‌তে পার্‌বে ?

বিধু। তবে যাতে পারে তাই ক'র্বো ? তোমাকে এখানে আট্‌কে রেখে সকালে সমাজের বড় বড় হোম্‌রা চোম্‌রা যারা, তাদের এখানে হাজির কোর্ব্বো, তবে জান্‌বে আমার নাম বিধু ডোম্‌নী।

রাম। (স্বগত) ভারি গোলে পড়্‌লেম যে। (প্রকাশ্যে) তা তুমি যা ভাল হয় কোরো ;—টাকা যা লাগে দেওয়া যাবে। বোল্‌বো আমি কিছু জানিনে, মেয়েরা করেছে। আমি কাল বাড়ীই থাক্‌বো না।

বিধু। এখন পথে এস। দু দল খেম্‌টা চাই, নইলে নিন্দে হবে। বাড়ী গিয়ে সেদিকে সব উয্যুগ ক'ত্তে বোলো আমিও এদের সঙ্গে যাব।

রাম। যাবে ? যাবে ? বেশ্! বেশ্! আমার সঙ্গে এক-বার দেখা করে এস।

বিধু। তুমি যে বাড়ী থাক্‌বে না ?

রাম। থাক্‌বো বই কি! তুমি আমার বাড়ী পবিত্র ক'র্বে আর আমি বাড়ী থাক্‌বো না, এও কি কথা ?

(অন্তরাল হইতে ঝির সঙ্কেত).

বিধু। আমার বড় অসুখ কচ্চে, আমি শুতে যাই, তুমি ত বরাবর বাড়ী যাবে? কাল অবিশ্যি অবিশ্যি বাড়ী থেকো, আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখ।

রাম। থাক্‌বো গো থাক্‌বো। এর জন্তে ও কি দিব্বি দিতে হয়। তবে একবার উপাসনা টা ক'রে গেলে হ'ত না? খাবার টাও প'ড়ে রইল—

বিধু। তা থাক্‌ অসুক করেছে কাল এসে খেও। ঝি, আলো ধর, সিঁড়িতে প'ড়ে যেন খুন হয় না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(ঝির সহিত বিধুর পুনঃ প্রবেশ)

বিধু। (হাসিতে হাসিতে) একটা পাপ তো বিদেয় হ'ল। ও ব্যাটা কি বল্লে না?

ঝি। বল্‌লে টাকা আজ আন্‌তে পারে নি। বুধবার বাড়ী যেতে হবে, সেখানে সব টাকা চুকিয়ে দেবে, একবার দেখা কর্‌তে চায়?

বিধু। বল্‌গে অসুখ করেছে, গোর্ ব্যাটারা যেন মুদিখানা ক'রে ফেলেছে নিত্যি উঠ্‌নো নিত্যি উঠ্‌নো। (চিন্তা করিয়া) অনেক গুলো টাকা বাকী, আচ্ছা, ডাক্ আমিই ব'লে দিই।

(ঝির প্রস্থান ও মিঃ মুখার্জিকে লইয়া প্রবেশ)

মুখার্জি। Dear, Dear, তোমায় অসুখ করেছে? বল তো সারা রাত্রি জেগে তোমায় বাতাস করি, গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দি। ডিয়ার, বোল্‌বো কি তোমায় বু—

বিধু। না ভাই, একে আমার গরম হয়েই মাথা ধরেছে,

ঘরে আলো থাকলে আরও গরম হবে। আজ ভাই যাও কাল বরং এসো, টাকা যেন ভুলে এস না।

মুখার্জ্জি। কাল ডিয়ার তোমাকে আর একবার আমার ঘর পবিত্র কত্তে হবে। এখানে আস্‌তে বড় ভয় ভয় করে। হাজার হোক্ তবু আমরা ধর্ম্মপ্রচারক আছি।

বিধু। টাকার যোগাড় হলেই হ'ল। তবে এখন্ এস, আমি শুইগে। (খাটে শয়ন।)

মুখার্জ্জি। Let us pray প্রভূ, ভক্তের হরি তুমি নাথ, দয়া ক'রে দয়াময়, দিবসে নানা বিপদ হতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ঘোর রজনী সম্মুখে, আবার তেমনি দয়া ক'রে আমাদিগকে দিনের মুখ দেখাও, এই ভগ্নিদের দুর্ব্বল প্রাণে বল দেও প্রভূ? প্রভূ যিশুর নামে এই প্রার্থনা গ্রাহ্য কর। আমেন্— বল, My dear, আমেন্।

বিধু। (শয়ন করিয়া হাসিতে হাসিতে) আমেন্।

মুখার্জ্জি। গুড্ নাইট্ মাই ডিয়ার বিধুমুখী, গুড্ নাইট্।

(প্রস্থান)

বিধু। উপেন আজ চার দিনের মধ্যে একটী বারং এলো না। টাকা পাঠিয়ে দিলেম তা ছ্যাথা পেলে না সে কি আর আমাকে ভাল বাসে না—

গীত।—রাগিণী—বেহাগ। তাল—আড়া।

ভালবাস বলে প্রাণ তোমারে বাসি না ভাল।
(তুমি) বাস বা না বাস ভাল আমি যে বেসেছি ভাল।
ভালবাসা পাবার আশে, কে কারে না ভাল বাসে,
সহজে যে বাসে ভাল, তারি ভালবাসা ভাল॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বৈঠকখানা।

(কালীকিঙ্কর ও প্রতিবাসী)

কালীকিঙ্কর। হিঁদুয়ানী আর রাখা যায় না। কি ভয়ানক দিনই পড়্লো। এই বুঝি দুটো শ্রাদ্ধ এই রকম হ'ল? দুটোই বটে, বাঙ্গাল দেশের ও দিকেও এই রকম একটা হয়েছে শুন্‌চি। তা হ'ক মেয়ে গুলোকে নিয়ে যে টানাটানি আরম্ভ করেছে এই আর এক বিষম দায়!

প্রতিবাসী। টান্‌টা দুদিক দিয়ে ধরেছে! এক দিকে ব্রাহ্ম ভায়ারা, আর একদিকে খৃষ্টান ভায়ারা; পাদ্রী গুলো যে বাড়ী বাড়ী মেয়ে পড়ান আরম্ভ করেছে, এই জান্‌বে যে সর্ব্বনাশের খুঁটি গাড়্‌চে। আগে আগে দুটা দশটা খৃষ্টান হচ্ছিল, এখন লোক সেয়ানা হয়েছে, মিছেমিছি খৃষ্টান হ'য়ে জাত্‌টে কেন খোয়াবে। বিদ্দি হ'লো চোক্ বুজ্‌লে, চশ্‌মা ধ'ল্লে, খাওয়া দাওয়া সব 'ল্লো, অথচ জাত গেল্ না। তবে বামুনদের পৈতা ফেলা অতি-

বিল্লি গুলোর একটু গোল। দেখে শুনে খৃষ্টান ভায়ারাও, ফিকির বার করেছে। আফিস্ টাইমে পা অবধি পাজামা ঝোলান ছাতা ঘাড়ে এক দল মেয়ে ছেড়ে দেয়—যা, ঘর্ ঘর্ যা। পড়া শুনো বেটিদের লবডঙ্গা, কেউবা দুটো টপ্পা গেয়ে, কেউবা দুটো রসের গল্প কেঁদে মাগীগুলোর মন ভিজিয়ে আস্তে আস্তে হিঁন্দুয়াণীর মাথা খাচ্চে।

কালী। ঠিক বলেছ। অন্যের কথা বোল্‌বো কি, আমার বাড়ীই যে ঢুকেছে! তখন পাশকরা মেয়ে খুঁজে খুঁজে বিয়ে দিলেম, কে জানে দাদা যে বিধুভূষণ আমায় এত শীঘ্র ফাঁকি দেবে! বউমার বাপের বাড়ীর জানা শুনো এক মাগী দুপুর বেলা আসে, মাঝে মাঝে একটা মেম ও আসে। কিছু বল্‌তে পারিনে। কপাল মন্দ আমার, ছেলেটা ম'রে গেল, দু দুটো মেয়ে, দুটোই বিধবা হোল। বড় মেয়ে কাল পত্র লিখেছেন তাঁকে আন্‌তে। তিনি নাকি সেখানে বড় কষ্টে আছেন।

প্রতি। তা আনাই উচিত। বয়স্থা মেয়ে, শ্বশুর শাশুড়ী নেই বাপ্ মায়ের কাছে থাকাই দরকার। শ্রাদ্ধে গিয়েছিলে?

কালী। মহাভারত! মহাভারত!

(গুরুদেবের প্রবেশ ও সকলের উঠিয়া প্রণাম)

কালী। ঝি, ঝি, ঠাকুর মহাশয় এসেছেন, একখান আসন দিয়ে যা।

(ঝির আসন লইয়া প্রবেশ ও সকলের উপবেশন)

কালী। ঝি, বাড়ীর ভিতর বল্‌গে ঠাকুর মহাশয় এসেছেন। বোল্‌বিই বা কাকে? তুই সব যোগাড় কর্ গিয়ে। খাঁটী গাওয়া ঘী খুঁজে আন্‌তে চাস্।

গুরু। ঘৃত কি ব্যবহার হচ্ছে? আমরা ত বাজারের ঘৃত একেবারেই ত্যাগ করেছি।

কালী। ব্যবহার বরাবরই হচ্চে। তবে দিন্ কতক কোন কোন বাড়ী বন্ধ ছিল।

গুরু। ইংরাজের আইনে আজ কাল কিছু শাসন হয়েছে।

প্রতি। হ্যাঁ তা হয়েছে, যত পরিমাণ ভ্যাজাল্ চল্‌ছিল এখন আর ততটা নাই। মাত্রায় কমেছে বটে কিন্তু ফন্দী যখন একবার বেরিয়েছে তখন যত কেন আইন হোক্ না, ভ্যাজাল বন্ধ একেবারে কিছুতেই হবে না।

গুরু। যেমন কাল দিন পড়েছে তাতে ফলাহারী না হ'লে আর ধর্ম্মরক্ষা হয় না। ঘৃত ওই, চিনি ওই, লবণ ওই, দুগ্ধ ওই তবে আহারের আর রইল কি?

কালী। তা সত্য। মা ঠাকুরুণ ভাল আছেন ত?

গুরু। হাঁ, তিনি আছেন ভাল। মধ্যম কন্যাটী বিবাহ-যোগ্যা। জ্যেষ্ঠের বিবাহে কিছু ঋণী আছি, তখন তোমার নানা বিপদ। এ কন্যার বিবাহের ভার তোমার উপরই তিনি দিয়েছেন।

কালী। ভার আমাদেরই ত, তবে অবস্থায় কুলায় না ব'লেই সকল ভার সমান ভাবে বোইতে পারি না।

গুরু। কুলাবে বই কি। তোমার যেমন মন, অবশ্য নারায়ণ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ব্বেন। নারায়ণ বল।

প্রতি। আপনার সন্তানাদি কি?

গুরু। তিনটী পুত্র সন্তান, দুটী কন্যা সন্তান।

প্রতি। ঠাকুরপুত্রদের লেখা পড়ার কি ব্যবস্থা করেছেন?

গুরু। একটীকে সংস্কৃত কালেজে দেওয়া হয়েছে, আর দুটী দেশে ইংরাজি স্কুলে পড়া শুনা কচ্ছেন।

প্রতি। এ অতি অন্যায়। আপনারাও যদি ইংরাজী পড়িয়ে ছেলে গুলোর মাথা খাবেন তবে আর ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যব-সায়ী লোক কোত্থেকে জন্মাবে? আর সংস্কৃতকালেজে কি মূর্খ কর্ব্বার জন্যে দিয়েছেন, এখন কি আর সে সংস্কৃত কালেজ আছে? তাল গাছ এক একটী ক'রে অনেক দিন ঝড়ে পড়ে গেছে, নাম মাত্র আছে তালপুকুরে।

কালী। কথা বেজায় না। আমার একটী ভাইপো দুবার হেয়ার স্কুলে এন্‌ট্রেন্স ফেল্ হ'য়ে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হোল। আমি শুনে অবাক্। টায় টায় এন্‌ট্রেন্সটা সেবার পাশ হয়ে গেল। নৈষধ ভাষাপরিচ্ছেদ দিন কতক নাড়া চাড়া কচ্ছে দেখ্‌লেম, ভাব্‌লেম বুঝি কিছু সংস্কৃত শিখ্‌চে, ওমা শেষ তিন তিন বছর কেবল সংস্কৃতেই ফেল মাল্লে, এল, এ পাস আর ঘোট্‌লো না।

প্রতি। আগে ছেলেটী সংস্কৃত কালেজে পড়্‌চে শুন্‌লেই কেমন একটা ভক্তি হ'ত। আপনার কাজটী ভাল হয় নি। ছেলেটীকে কালেজ ছাড়িয়ে টোলে দিয়ে দিন্।

গুরু। এ ব্যবসায় আর চলে না। লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কমে গেছে —

প্রতি। এমন ও কথা! যত দিন হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লোপ না পাবে ততদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আদর কোথাও যাবে না। তবে এ কথা মানি যে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদের পসার আর থাকে না। ফাঁকা আওয়াজে আর কাজ হয় না। কেমন

ক'রে হবে? ন বছরের ছেলের সন্ধি, শব্দ, কারক, সমাস কণ্ঠস্থ। তাদের কাছে রামস্তঃ কি আর খাটে?

গুরু। অতি ন্যায় কথা, অতি যুক্তিযুক্ত কথা। ছেলেটীকে টোলেই দিব। কিম্বা কাশীতেই পাঠাব।

কালী। বেশ কথা, আমার ও ইচ্ছা যে সব বেচে কিনে কাল্ কটাকে নিয়ে কাশীবাসী হই।

প্রতি। অমন্ কাজ্‌টী কোরোনা। ঠাকুর মশাই সুমুখে রয়েছেন, তা থাকুন, উচিত কথা বল্‌বো তার ভয় কি? আমাদের তীর্থস্থানের উপর আমার আর এক তিল শ্রদ্ধা নাই।

গুরু। কেন বাপু? তুমি ত বেশ ধার্ম্মিক লোক ব'লে শুনেছি—

"কলৌ তীর্থদর্শনাদেব পুণ্যং জায়তে নান্যতঃ"

প্রতি। যদি হিন্দু রাজা থাক্‌তো, যদি ধর্ম্মের রক্ষক থাক্‌তো, যদি হিন্দু সমাজ থাক্‌তো, তা হ'লে পীঠস্থান দর্শনে পুণ্য ছিল, আমার বিশ্বাস পীঠস্থানে আর পীঠদেব দেবী নাই, তাঁরা অনেক দিন অন্তর্ধ্যান হয়েছেন। কাশী বলুন, শ্রীক্ষেত্র বলুন, তারকেশ্বর বলুন, আর কালীঘাটই বলুন, এ সকল এখন লম্পট মাতাল গুলিখোর প্রভৃতি মূর্খ লোকের রোজগারের আড্ডা হয়েছে। অত্যাচার ব্যভিচার, পীড়ন যা হ'তে হয় হচ্চে, কে খোঁজ খবর নেয়? নইলে মশায় মাধবগিরি অমন গুরুতর অপরাধে জেল খেটে এসে আবার গদী পায়? তাই বলি, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক নাই, বাঁধন ছিঁড়ে গেছে, যার যা ইচ্ছা, সে তাই কচ্চে। কাজেই চারিদিকে গোলযোগ। নইলে এমন ধর্ম্ম কি আর আছে? এতে ভক্তি আছে, ষষ্ঠী মাকাল

আছে, আবার একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও আছে। মশাই আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই পর্য্যন্ত দেখেই চোক্ বুজ্‌তে পারি।

গুরু। গোপালবাবু অতি বিজ্ঞলোক। আশীর্ব্বাদ করি বার্ষিকটে আস্‌টা নি, হাঃ হাঃ হাঃ——

প্রতি। নৈষধের গোটা কতক ভাল কবিতে শুন্‌বার ইচ্ছা আছে, বৈকালে অনুগ্রহ ক'রে একবার পায়ের ধূলা দেবেন।

গুরু। অবশ্য অবশ্য।

কালী। বেলা হয়েছে, তবে এখন বাটীর ভেতর চলুন।

প্রতি। প্রণাম হই। আসি ভায়া। (প্রস্থান)

(গুরুশিষ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রামচন্দ্রের গৃহ, সৌদামিনী ও সুশীলা)

সৌদা। বেশ আমোদ হয়েছিল, না? কেমন ফিকির ক'রে কাজ হাঁসিল করেছি তা বল?

সুশীলা। ধন্যি মেয়ে ভাই তুমি। আমার তো এতটা উগোতই না। হ'ল ভাল, বাপ মা নেই, ঠাকুরঝির মনে একটা কষ্ট থেকে যেত।

সৌদা। তার আর কথা! শশুর শাশুড়ী থেকে যদি না হ'ত, তাতে কথা ছিল না। এখনি পাঁচ জনে বল্‌তো টাকা খরচ

হবে ব'লে কল্লে না, বউ যদি জিদ ক'ত্তো তা হ'লে কি আর হ'ত না? যেমন রোগ তেমনি অসুধ নইলে কাজ হবে কেন? দেখলিত কাল আর বাবুর সভা টভা ছিল না, অসুখ করেছে বলে কোন্ নিয়েছিল। আমায় ভাই ভালই বল আর মন্দই বল, আমার ভেতর বাটা বার বাটা ভাল লাগে না। কাল না কি বিদি আস্‌বে কথা ছিল, তাই সেই চাঁদমুখ দেখবার জন্তে ঘরে ঢুকে রয়েছিল। এবার যে দিন তোমাকে কোন কথা বলবে সে দিন আগাগোড়া থেংরে দেবো।

সুশীলা। তুমিই দিদি আমার ভরসা। যদি রাখ তবেই বাঁচবো, নইলে আমি আত্মহত্যা কর্ব্বো।

সৌদা। কিছু ভয় কোরোনা দিদি কিছু ভয় করোনা। আমি থাকৃতে তোমার কোন ভয় নেই। হ্যাঁ দিদি কাল ঐ সুন্দর মাগীটা কি গানটা গাইলে? বেশ গানটী কিন্তু—আয় যাই দুজনে মনে করে করে গানটা শিখে রাখি গে—

[উভয়ের প্রস্থান।

(রামচন্দ্র ও হরিপ্রসন্নের প্রবেশ)

হরিপ্রসন্ন। কিছুতেই না?

রামচন্দ্র। কিছুতেই না! অনেক বুঝিয়ে দেখ্‌লেম, অনেক ভয়, মৈত্রতা দেখালেম, কোন মতেই রাজী নয়। আর ব'লবই বা কি? আমার স্ত্রীই হ'ল প্রধান অন্তরাল। সেই যে আগে লাটী নিয়ে আসে—

হরি। তবেই তো ভারি গোল। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা সেই ভাল, যান্ সেখানেই যান্। বাপের বাড়ী যাবেন—কালই যান্, কোন বাধায় কাজ নাই, কাজ আটকাবে না,

তবে এখানে যেমন সহজে হ'ত, সেইটে হবে না, একটু কাট্‌খড়্‌ লাগ্‌লো। শরীরংবা 'পাতয়েয়ম্‌ কার্য্যম্বা সাধয়েয়ম্‌।

রাম। তার আর কথা। এত বড় কাজ্‌টায় একটু ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে ব'লে কি পিছুলে চলে?

হরি। কিছুতেই না, যখন কথাটা প্রকাশ করা হয়েছে, তখন কার্য্য সিদ্ধি কত্তেই হবে। হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ করা এক-জন বা এক দিনের কাজ নয়। জনে জনে তিল তিল ক'রে যুগে যুগে ইহার কার্য্য চালাতে হবে, পায় পায় অগ্রসর হ'তে হবে। যাঁদের দ্বারা এই মহৎ কার্য্য সাধিত হবে, তাঁরা ঈশ্বর প্রেরিত লোক। তাঁদের জন্য স্বর্গ রাজ্যের পথ অবারিত।

রাম। আচ্ছা, হরি বাবু, আমরাই বা আরাধনার সময় ঈশ্বরের হস্ত পদাদির কল্পনা করি কেন, নইলে কি হয় না?

হরি। ও কিছু নয়। আরাধনার একটু সুবিধার জন্য ওরূপ করা হয়। লোকের মনে একটা ধারণা জন্মাতে না পাল্লে ত ভক্তিটা আকর্ষণ করা যায় না?

রাম। তবে হিন্দুদের দোষ কি? অজ্ঞ লোকেদের বোঝা-বার জন্য যদি তারা—ঈশ্বরের আকার কল্পনা করে থাকে তবে ত সে বিজ্ঞতার কাজই করেছে।

হরি। তাই করেছে। অনেক বিষয়ে হিন্দুরা খুব বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়েছে বটে কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড়ই ভুল করেছে বরং খৃষ্টানরা কতকমত, এ বাবা দেবতা শট্‌কের কুলায় না। ছাপ্পান্ন কোটী দেবতা! নাম ঠিক রাখে কার বাপের সাধ্য।

রাম। নামের কথায় মনে পড়্‌লো, সে দিন ভাই ভারি

গোলে পড়েছিলেম, কর্ত্তার মামার খুড়্তুতো ভেয়ের শালা এক বুড়ো শ্রাদ্ধে এসেছিল, সে ভাই সাত পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা আরম্ভ কল্লে। আমি তো ঠাকুরদাদার নামের বেশী জানিনে, কাজেই অপ্রতিভ হতে হোল।

হরি। অপ্রতিভ হ'লে কেন? যা হয় একটা নাম ব'লে দিলেই হ'ত। সে তো আর পরৃতল্ কত্তে যেত না।

রাম! তা কল্লে হ'ত বটে। কিন্তু এটা আমাদের বড় দোষ। আমরা সেই Edward I. থেকে আরম্ভ করে Victoria র ছাপান্ন কোটী যদুবংশের নাম মুখস্থ রাখ্তে পারি, আর ৭।৮ পুরুষ বাপ পিতামহের নাম মনে রাখ্তে চেষ্টা করি না।

হরি। ভাল কথা, তোমার বাড়ী নাকি সে দিন খেম্টা নাচ হয়ে গেছে? ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

রাম। ওকথা তুলে আর ভাই লজ্জা দিও না, সে একথা বড়ই অন্যায় কাজ হয়ে গেছে কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অনভিপ্রায়ে অজ্ঞাতসারেও অসম্মতিতে। এ বিষয়ে আমার স্ত্রী একটু অতিরিক্ত স্বাধীনতা নিয়েছেন।

হরি। আমিও ত তাই বলি, আচ্ছা, ওদের একবার ডাক্তে হচ্চে। তোমার স্ত্রীকে বেশ দু কথা উপদেশ দিয়ে যেতে হবে।

রাম। এখানে আনাই যে ভার। এক কাজ করা যাক্। তুমি একটু বারাণ্ডায় দাঁড়াও, আমার অসুখ কচ্চে ব'লে ডেকে পাঠাই।

হরি। সেই ভাল।　　　(বারাণ্ডায় গমন)

রাম। (আলো নিবাইয়া দিয়া) ঝি, ও ঝি, আমার বড় অসুখ কচ্ছে এক গ্ল্যাস জল নিয়ে এখানে শীঘ্র আস্‌তে বল্।

(জল লইয়া সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। ওমা! এ কি, ঘর যে অন্ধকার?

রাম। আলো নিবে গেল—

সৌদা। ঢাকা সেজের আলো নিবলো কেমন্ করে?

রাম। কেমন ক'রে নিবলো অত কৈফিয়ৎ তোমাকে এখন দিতে পারিনে। তুমি আমার কাছে ব'স, বড় বৌকে আলো আন্‌তে বল।

সৌদা। দিদি একটা আলো দিয়ে যা না ভাই। তোমার গুণের লক্ষ্মণ দেওর পেঁচা হ'য়ে বসে আছে।

(আলো লইয়া সুশীলার প্রবেশ ও চেয়ার লইয়া রামচন্দ্রের দরজার কাছে উপবেশন)

বুঝলেম এখন্ তোমার চালাকী। বড় বৌকে তোমার দরকার, তোমার সে জুড়িদার কোথায়? বক্তৃতা ঝাড়বেন্ না? আমি ও খেংরা—

রাম। চুপ্ চুপ্ হরি বাবু বারাণ্ডায় আছেন।

সৌদা। দিদি ব'স্‌ত আমার কাছে। ডাক তোমার হরি বাবুকে? আজ তাঁর সঙ্গে আমার বোঝা পড়া আছে। আসুন না ভিতরে? আপনি কেন এত কৌশল ক'রে আমাদের এখানে আন্‌লেন্ তা শুন্‌তে চাই?

(হরিপ্রসন্নের প্রবেশ।)

হরি। আপনি বড়ই রাগ্ করছেন দেখছি। ভাই যদি

না বুঝে কোন অকাজও করে তা হলেও তাকে মিষ্ট কথায় বোঝাতে হয়।

সৌদা। যে ভাই, বোনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে তার ধর্ম্ম নষ্ট কত্তে চায় তাকে ত আমি ভাই বলি না, আমি তাকে অন্য নামে ডাকি।

রাম। ঐ রকম ক'রে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কয়? কবে বুদ্ধি শুদ্ধি হবে?

সৌদা। ভদ্রলোক কি ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকে ভদ্রলোকের পরিবার দেখ্‌বার জন্যে এত লুকোচুরি খেলে? আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি হাজার বার ওঁর স্বমুখে বেরিয়েছি। তুমি স্বামী, তুমি যাতে দোষ না দেখ্‌তে পাও আমার তাতে কোন দোষ নাই। তোমার জিদে প'ড়ে আমি ওঁর সঙ্গে কথা কয়েছি, তর্ক বিতর্ক করেছি, তাই না আজ মুখরার ন্যায় ঝগড়া কত্তে সাহস হচ্চে। কিন্তু দিদিকে কেন? ওঁকে এখানে আনা কেন? উনি তোমার স্বমুখে বেরুতেই লজ্জায় ম'রে যান্। তুমি দেওর, পেটের ছেলের মত, তোমার সঙ্গেই পাঁচটী কথা একেবারে কইতে পারে না, তাও তো দেখ্‌চো। তবে তাকে পরের স্বমুখে বার্ করা কেন? আর ওঁরই বা পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে এত সাধ কেন? এই কি তোমাদের ধর্ম্ম?

হরি। আপনি অতিরিক্ত স্বাধীনতা নিচ্ছেন, অনেক কটু কথা বল্‌চেন, আমরা অসদভিপ্রায়ে কোথাও যাই না। আপনারা স্ত্রীলোক, হাজার বিদ্যাবতী হাজার বুদ্ধিমতী হউন, তবু সদসদ্ বিচারে আজও আপনারা পুরুষের সমকক্ষ নন্। তাই আপনাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের চিন্তা কত্তে হয়।

সৌদা। যদি আমরা সে মঙ্গল না চাই?

হরি। তবু কত্তে হয়। রোগী বা বালক কি আপনাদের হিতাহিত বুঝ্‌তে পারে? অভিভাবকের, বন্ধুর উচিত রোগীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ঔষধ খাওয়ান। বালকের অপ্রীতিকর হ'লেও তাকে শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, শেষ শাসন করা—

সৌদা। তবে কি শেষ শাসন কর্ব্বার জন্যে আজ যোট্‌ বেঁধেছেন না কি? শুনি কি রকম শাসন হবে?

হরি। আপনি যে অন্য পথে যাচ্চেন। আমাদের বিশ্বাস বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় দেশ উৎসন্ন যাচ্ছে। এ বিশ্বাসে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত যাহাতে হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা কি অন্যায়?

সৌদা। ধর্‌লেম যেন আপনাদের চেষ্টা করা অন্যায় নয়, কিন্তু যে চায় না, তার উপর জুলুম কেন? এতদিন ধ'রে তাকে তোমরা বুঝালে সে বুঝ্‌লে না, তবে আর কেন চেষ্টা?

রাম। আমরা কি জুলুম কচ্চি. একথা বলা তোমার ভাল হচ্চে না। আমরা কেবল দুটো দিক্‌ দেখাচ্ছি। যতক্ষণ না তিনি ভাল ব'লে বুঝ্‌বেন ততক্ষণ কি আমরা তাঁকে বিবাহ কত্তে বল্‌ছি?

সৌদা। দেখ, পুরুষ মানুসেই কুপরামর্শ দিয়ে দিয়ে স্ত্রীলোককে কুপথে নিয়ে যায়। যত মেয়ে খারাপ হয়েছে তার চোদ্দ আনা এই রকম ক'রে। এ বুঝানও সেই রকম। দিদি বলে, এখন বিয়ে করাও যা কুপথে যাওয়াও তাই। কথা ত মিথ্যে না।

সুশী। (জনান্তিকে) দিদি, আমার গা কেমন কচ্ছে দিদি! (উপবেশন ও মূর্চ্ছা।)

সৌদা। তোমরা এ ঘর থেকে যাও, দিদির সর্দ্দি গর্ম্মি

হয়েছে। ঝি, ঝি, ও ঝি, শীগ্গীর একখানা পাখা নিয়ে আয়।

হরি। আপনি পার্ব্বেন না, গায়ের কাপড়টা একটু খুলে দিন্—আমি এখনি সুস্থ ক'রে দিচ্ছি। আমার পকেটে Smelling Saltর শিশি আছে। (অগ্রসর হওন।)

সৌদা। রাখ তোমার স্মেলিং সল্ট, এখনও ভাল কথায় বল্‌ছি, আপনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান্। যারা এ রকম সাহায্য চায় তাদের কর্‌বেন। আমি আপনাকে বেশ চিনেছি, আপনারা এই রকম সুযোগই খুঁজে বেড়ান। আর এইরূপ সুযোগ পেয়েই অনেক দুর্ব্বল রমণীর সর্ব্বনাশ করেন। সে সব বুজ্‌রুকি এখানে খাট্‌বে না। (রামচন্দ্রের প্রতি) তুমিও ঘর থেকে যাও।

রাম। একবার পল্‌সটা দেখে গেলে হয় না?

সৌদা। আর পলস্ দেখ্‌তে হবে না।

[রামচন্দ্র ও হরিপ্রসন্নের প্রস্থান।

(ঝির পাখা লইয়া আগমন ও বাতাসকরণ

ও সুশীলার সংজ্ঞালাভ।)

সুশী। দিদি, কি হবে দিদি?

সৌদা। ভয় কি দিদি! কালই তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। ঝি ধর্ দেখি, ঘরে নিয়ে যাই।

[ধরাধরি করিয়া সুশীলাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মিঃ মুখার্জির গৃহ।

(মিঃ মুখার্জি ও বিধু)

মুখার্জি। You my sweet Bidhoo! তুমি সেদিন বড় আমাকে নৈরাশ করেছিলে, বড় তোমাকে আমি ভালবাসি। দেখ্‌চো তোমার জন্যে কত অকাজ কচ্চি। (বোতল দর্শান।)

বিধু। আমার জন্যে বুঝি কচ্চিস্, নইলে কি কত্তিস্ নে? ওসব ছেনালি কি আমাদের কাছে খাটে? আমার ঘরে তোর্ মত অনেক বকা ধার্ম্মিকের যাতায়াত আছে, তোরা বাইরে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে গোল করে বেড়াস্, ভেতর ভেতর তোরা নরকের পোকা। আমার সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ সেইদিনই না একাই আধ-খানা পার করেছিলি?

মুখার্জি। ছি ভাই বিধু, তুমি বড় অরসিক আছে। দুদণ্ড প্রেমালাপ কর্‌বো তা না তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম আরম্ভ কর্‌লে। সপ্তাহের মধ্যে দুদিন চারি পাঁচ ঘণ্টা তোমায় নিয়ে একটু আমোদ করি, এ না কল্লে প্রাণ বাঁচে কিসে মণি?

বিধু। তা বেশ তো কর না। দু শো করে টাকা মাসে দিও, রোজ সারা রাত্তির আমোদ কোরো। আমার একটী দিনও অসুখ কর্ব্বে না।

মুখার্জি। ও শালি! তুই সেদিন তবে আমাকে ফাকি দিয়েছিলি?

বিধু। (সহাস্যে) ফাঁকিই তো, কাঁকাঽ কাজ নিতে গেলে ফাঁকিই পড়্‌তে হয় ? জান ত রোকা কড়ি চোকা—

মুখার্জি। থাক্ থাক্ ও অশ্লীল কথাটা মুখে এন না, এখন সেই গানটা ভাই আস্তে আস্তে গাও দেখি, শুনে মরে যাই।

বিধু। বাড়ীর ভেতর গান গাইব ? তোমার প্যাদ্রিনী ঘরে নাই ?

মুখার্জি। না, তারা বিয়ের নিমন্ত্রণে কলিকাতায় গেছে। আজ আর আস্‌বে না ; নইলে কি এত সকাল রেতে তোমাকে আনি ?

বিধু। এনেচ বেশ করেছ, টাকা কড়ি দাও, আমোদ আহ্লাদ করি, সকাল সকাল ঘরে ফিরে যাই (সদরদরজায় শব্দ নিয়া) তোমার গিন্নি বুঝি আস্‌চে ?

মুখার্জি। ও কিছু না। তারা আস্‌বে কাল। তুমি একটী গাও। (সুর করিয়া "যে ভাল বাসি তোমাকে জানাব কি করে।"

(নেপথ্যে, দ্বারে করাঘাত করিয়া) হুজুর, একঠো মেম-সাব্ আয়া। আব্‌কো হাল্ দেনে বোল্‌তা হ্যায়।

মুখার্জি। কি সর্ব্বনাশ ! মেম—Surely Miss White come. (বোতলাদি টেবিলের নীচে লুকাইতে লুকাইতে) বিধু, বিধু, সর্ব্বনাশ হ'ল, একটু তফাতে সরে গিয়ে, এই মোটা চাদরটা মুড়ি দিয়ে ব'সো, মুখখানি ঢেকে চুপ্ ক'রে থাক, কথাটী কইবে না——

বিধু। এত গর্ম্মিতে সাল্‌সার রোগীর মত আমি কম্বলমুড়ি দিতে পার্‌বো না। টাকা কড়ি এই বেলা চুকিয়ে দাও।

মুখার্জ্জি। টাকা সব দেবো। তোমার দুটী পায়ে ধরি একটু সরে কাপড়টা গায়ে দিয়ে ব'সো, বেদের গোড়ে ছড়াটা এক কোণে ফেলে দাও; আজ আমাকে বাঁচাও।

বিধু। টাকা না পেলে কোন কথাই শুন্‌বো না।

মুখার্জ্জি। এই নাও দশ টাকা, আর কাল পাবে।

বিধু। সে হবে না। আজই দিতে হবে, এখনি দিতে হবে, নইলে সব গোল ক'রে দেবো——

মুখার্জ্জি। এই তবে ঘড়ি চেন রাখ, কাল টাকা দিয়ে আন্‌বো। আজ আমার হাতে টাকা নাই। গির্জ্জার টাকা ভেঙ্গে দশটী তোমাকে দিলেম। আমি যা জিজ্ঞেস্ কোর্‌বো—হুঁ হুঁ করে উত্তর দিও।

বিধু। দশ টাকা যদি ভাংতে পাল্লে তবে বাকি টাকা ভাংলে আর কি ক্ষতি হ'ত। আচ্ছা, কালই দিও, না হয় দশদিন পরেই দিও। আমাকে শীগ্‌গির ক'রে বার করে দাও। আমি সে দুর্গন্ধ সইতে পর্‌বো না। শুনেছি সাহেব মেমদের গায়ে ভারি দুর্গন্ধ।

মুখার্জ্জি। চুপ্ করো—এসেছে। (আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া) আপনার স্বামী যেমন ধার্ম্মিক লোক, আপনিও তেমনি প্রভুতে বিশ্বাস করুন; শোক, তাপ, ক্লেশ কিছুই থাকিবেক না, নূতন জীবন লাভ করিবেন। স্বর্গরাজ্য নিকট হইবেক। পাপীর ত্রাণ নাথ প্রভু যীশুতে হৃদয় মন অর্পণ——

(মিস্ হোয়াইটের প্রবেশ।)

মিঃ হোয়াইট্। Good evening my dear Daniel!

(বিধুকে দেখিয়া) Pardon me for this intrusion. I have something very important to consult with.

মুখার্জি। Oh ! Oh ! Pray be seated Miss White, encuse me for a moment, (বাহিরে গমন, চাকরকে সঙ্কেত করিয়া ফিরিয়া আসা।)

মিঃ হোয়াইট্। (স্বগত) (বিধুর প্রতিদৃষ্টি করিয়া) Is she his beloved, am I decieved ?

মুখার্জি। এমত কি জরুরি কাজ যে এত রাত্রে আপনি কষ্ট ক'রে এসেছেন, আমাকে সংবাদ দিলেই হ'ত।

মিঃ হোয়াইট্। কাজ যেমন জরুরি আছে তেমতি গোপনীয় আছে। আমি চিন্তা করিতেছি আপনি শয্যাগত আছেন, রাত্রি বহুতর হইয়াছে।

মুখার্জি। শয্যাগত না হই নিদ্রাগত হতেম্ই। বাবুরা এসেছেন তাই এত রাত্রি হয়েছে Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise.

মিঃ হোয়াইট্। বাবু ত না দেখিতেছি। কি জন্ম আসিয়াছেন, এই সম্ভ্রান্ত রমণী এত রাত্রে এখানে ?

মুখার্জি। ওঁদের প্রতি প্রভুর কৃপা হয়েছে। সত্বরই রামকৃষ্ণ বাবু সস্ত্রীক প্রভুর শরণ লইবেন—

(বেহারার প্রবেশ।)

বেহারা। বাবু গাড়ি লে আয়া, জল্‌দি জানে মাংতা।

মুখার্জি। আচ্ছা, (বিধুর প্রতি) আপনি তবে চলুন, রামকৃষ্ণ বাবু গাড়ী নিয়ে এসেছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

মিঃ হোয়াইট্। (পা লাগিয়া টেবিলের নীচের বোতলটী পড়িয়া যাওয়া)—I have a very difficult problem to solve yonder. Here is a bottle of Whisky, almost empty, there a torn wreathe of *Bel* flower. What does all these mean?

(মুখার্জির প্রবেশ।)

Pardon me, Sir, আপনার ঔষধ পড়িয়া গিয়াছে।

মুখার্জি। (অপ্রতিভ হইয়া) প্রভুর কার্য্যে কয়দিন অতিরিক্ত পরিশ্রম হওয়ায় শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়াছিল। তাই ডাক্তার রুদ্র একটা Prescription দিয়েছিলেন। Do you know him? He is one of the most eminent physicians of Calcutta. কোন্ বিষয়ের পরামর্শ জন্য?—

মিঃ হোয়াইট্। অগ্রে আমাকে বলিতে হইবে এই রমণী কে ছিল, বড় সন্দেহ আমার মনে স্থান পাইয়াছে। আমি বোধ করিতেছি এই রমণী ভদ্র রমণী না হইবে।

মুখার্জি। (বিরক্ত হইয়া) আপনি কি বলিতে চান্ আমি প্রভুর নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছি?

মিঃ হোয়াইট্। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) সেরূপ বলিতে চাহি না। I do not like to see another scandalous case crop up. Let us drop the matter and come at once to the object of our meeting. কাল হইতে পাঠাইতে হইবে কালীকিঙ্কর বাবুর বাটী একজন বিশ্বাসীপাত্র শিক্ষয়িত্রী। চারুমতীর পত্র পাইয়াছি। Here is the letter.

মুখার্জি। Oh! that is indeed a very important

matter : চলুন অন্য ঘরে গিয়ে কথা কই। এ ঘরে কথা কইলে রাস্তা হ'তে শোনা যায়।

মিঃ হোয়াইট্। (দাঁড়াইয়া) দেখুন, পূর্ব্ব প্রচারিকাগণ ভ্রান্ত পথ ধরিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে, দূর করিতে, আগে উহার কেল্লা দখল করা চাই তবে ত কাজ হইবে। কি বলেন ?

মুখার্জ্জি। Yes, quite right.

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বাটী।

(চারুমতীর গৃহ।)

(মোহন হস্তে চারুমতী চেয়ারে উপবিষ্ট।)

গীত।—(কীর্ত্তন।)

যিশু নাম করিনু সার।
নাহি গতি পাপীর আর।
বেদে পুরাণে, যে ধরম মানে, কভু আর যেন.
নাহি শুনি কানে, প্রাণে যেন জাগে যিশু আমার।
ক্রুশের ধারে, হৃদয় রুধিরে, যে জন পাপীরে,
উদ্ধার করে, কেমনে ভুলিব নাম তাঁহার।

চারু। দুটো বেজে গেল তবু দেখা নেই, আজ নুতন টীচারেস্ পাঠাবেন লিখেছেন, এখনও আস্‌চে না কেন? কবে এ পিঞ্জর ভাংতে পার্‌বো। কবে বিকেল বেলা মেয়েদের সঙ্গে ইডেন গার্ডেনের নির্ম্মল বায়ু সেবন করে মন প্রাণ শীতল কত্তে পার্‌বো, আর কবেই বা মনের আশা—

(দুইজন শিক্ষয়িত্রীর প্রবেশ।)

এই যে, আমি কত ভাব্‌ছিলেম বলি এত দেরি কেন?

১মা শিক্ষয়িত্রী। দেরি আজ একটু হয়ে গেছে। ইনিই কাল থেকে আস্‌বেন, বেশ লেখা পড়া জানেন স্থন্দর গাইতে পারেন, সব বিষয়েই ভাল। পূর্ব্ববঙ্গের্ মুখ এঁদের দ্বারাই উজ্জ্বল হবে। মেম আপনার উপর ভারি খুসী, এই তাঁর পত্র। আমি এখন চল্লুম। [প্রস্থান।

২য়া শিক্ষয়ি। আপনার নামটী কি? কি কি বই এ্যাহন পড়্‌ছেন?

চারু। আমার নাম চারুমতি, বাঙ্গালা বই সব পড়েছি, দীনবন্ধুর নাটক আর বঙ্কিমের নভেল আমার কণ্ঠস্থ। এখন ধর্ম্মপুস্তক পড়্‌ছি, যোহন শেষ হয়েছে, যাত্রাপুস্তক ধরেছি।

শিক্ষয়ি। উপাধিটে বল্লেন না যে?

চারু। কি উপাধি ব'লবো, স্বামী মৃত, সে উপাধি আর কেন লইব। এখন প্রভু দিন দিলেই উপাধি পাইব।

শিক্ষয়ি। প্রভুর কির্‌পা দিষ্টি আপনাতে পড়্‌চে, তিনি তাঁর বক্ত গণের হৃদয়ে সাহস দেছেন, বল দেছেন, তিনি এ। অদম্‌কেও তাঁর কার্য্যের সহায়তায় ডাক্‌ছেন। (চারুমতীর পত্রপাঠ) আপনার যেরূপ সাহস, এইরূপ যদি প্রতি গরে

একটী ক'রে পাই ত্যাবে স্বগ্‌গ রাজ্যি স্থাপন কত্তে কয় দিন লাগে। সদা প্রবুর কির্‌পায় সত্তরেই,—

(সুশীলার প্রবেশ।)

সুশী। কার্‌ চিঠী বউ? দেও না দেখি?

চারু। (চিঠী লুকাইয়া) পরের চিঠি কি দেখতে আছে, কবে তোমরা সভ্য হবে?

সুশী। কেন, তোমার চিঠি আমি দেখ্‌বো, আমার চিঠি তুমি দেখ্‌বে, তাতে দোষ কি? আমরা কি পর?

চারু। এক জনের চিঠী অন্যের দেখা কোন মতেই উচিত নয়, অন্যের কথা কি, স্ত্রীর চিঠি ও স্বামীর দেখা উচিত হয় না।

সুশী। বল্লে কি বউ! স্বামীর কাছেও কি স্ত্রীর কোন গোপনীয় বিষয় থাকে? যার থাকে সে ত অসতী।

শিক্ষ। এমত্ত কথা আপনি কবেন না। স্বামীর যদি স্ত্রীর কাছে গোপন্‌ কর্‌বার জিনিষ থাহে তবে স্ত্রীর স্বামীর কাছে গোপন কর্ব্বার জিনিষ কেন থাক্‌বেনা?

চারু। পুরুষ মানুষ ব'লে কি স্বামী পীর, আর স্ত্রীলোক বলে কি আমরা চোর?

সুশী। বউ, এ কথা আর কখন মুখে এনো না। স্ত্রী লোক কি কখন পুরুষের সমান হতে পারে, না কখন কোথা হয়েছে? ওঁরা খৃষ্টান, ওঁরা স্বামীর মর্ম্ম কি বুঝ্‌বেন, ওঁরা একথা বলেন বলুন, তুমি হিঁদুর মেয়ে, হিঁদুর বউ, তোমার মুখে এ কথা শুন্‌লে লোকে ভারি নিন্দে কর্‌বে।

চারু। লোকের কথায় প্রায় আমি বাঁচি মরি। আমি যা ভাল বুঝি, তাই বলি তাই করি বিশেষ হিঁদুদের কথা তো

আমি গ্রাহ্যই" করি না। অমন এক চ'খো জাত কি আর আছে। আপনারা সাতবার বিয়ে কর্ব্বে; এক একটা মর্‌বে আর ওষুধ না যেতে ২ আর একটা ধ'রে আন্‌বে। যত দোষ মাগীদের ব্যালায়। দশ বছরের ছুঁড়ীটা যদি র'াড় হ'ল তবেই তার দফা রফা। বিয়ে চুলোয় যাক্, সংসারের সকল সুখে তাকে বঞ্চিত কর্ব্বে। মরণ আর কি?

সুশী। বউ দিদি, তুমি আমাদের মার মত, তোমার কথা শুনে কিন্তু আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। ঐ সব হাড় জ্বালানে কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালা পালা হয়েছে। স্বস্তি হব ব'লে ছুটে বাপের বাড়ী এলেম কিন্তু বাবাও যে ঘরে আগুণ জ্বেলে রেখেছেন তা কেমন করে জান্‌বো? বউ, ঠাকুর মহাশয় এখনি এখানে আসবেন, মাঘী পূর্ণিমার দিন তোমাকে মন্ত্র দেবেন। তাঁর কাছে শুনো দেখি বিধবাদের কর্ত্তব্য কি? এ সব ছাড়, ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দাও, পরকালের চিন্তা কর।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। দিদি! দিদি! ঠাকুর মহাশয় আস্‌ছেন। এ ঘরে কি আসন আচে?

সুশী। না দিদি! এখানে আসন নেই, এক খান আসন নিয়ে এস।

(সরলার প্রস্থান)

(শিক্ষয়িত্রীর প্রতি) আপনি এখন যান্।

চারু। না, না, আমার পড়া হয় নি। আপনি একটু ও ঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখনি যাচ্চি।

সুশী। দেখ বউ! সরলার আমার সবে চোদ্দ বচর বয়েস,

এত সকাল সকাল অত কচি মেয়ের কপাল পুড়ে গেছে; তার হাত দুখানি শুধু দেখ্‌লে প্রাণ ফেটে যায়। আজ দুদিন ধ'রে তাকে সাধ্‌ছি, বলি মা বাপ্‌ যত দিন আছেন ততদিন বালা দুগাছি খুলিস্‌নে, কিছুতেই রাজি নয়। দেখ দেখি তার মতি, গতি, আর—তোমার—

(গুরুদেবকে লইয়া সরলার প্রবেশ ও সকলের প্রণাম।)

গুরুদেব। আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্মে মতি হ'ক।

সুশী। দেখুন, সরলার বয়েস এই সবে চোদ্দ বছর, ওর হাত দুখানি শুধু দেখ্‌লে বড় কষ্ট হয়। দুগাছি বালা হাতে থাক্‌লে কি দোষ হয়? ওকে তো কোন মতেই রাজি কত্তে পারি না।

গুরু। দোষ হয় বই কি। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান ধর্ম্ম, সকল প্রকার বিলাসিতা ও ভোগেচ্ছা ত্যাগ করাই বিধবার ব্রত। অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বালিকা হ'লেও যখন সরলার এ জ্ঞান হয়েছে যে অলঙ্কারাদি তাহার উপভোগের অযোগ্য তখন কেন তাকে অনুরোধ করা—

সুশীলা। তা বটে, তবে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তাই বুঝে ও বুঝ্‌তে পারি না।

গুরু। সরলার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। গতবার জিদ্‌ ক'রে মন্ত্র নিলে, সন্ধ্যা জপ্‌ বেশ শিখেছে। কাল গহনার বাক্সটী এনে আমাকে দিয়ে বল্লে, এগুলি নিয়ে মাঠাকুরুণকে পর্‌তে দেবেন। আমি অনেক নিষেধ কল্লেম, কিছুতেই শুন্‌লে না। সরলা আমার কলির সাবিত্রী! এত অল্প বয়সে এত ধর্ম্মজ্ঞান! যা কিছু হাতে করে দেওয়া যায় তাই ই থাকে—

সরলা। আর জন্মে কত পাপ করেছিলেম, তার ভোগ এই হ'ল। আবার এ জন্মে যা করে যাব, তারই ত ফল আর জন্মে পাব।

সুশীলা। তা কি সকলে বোঝে বোন্! গুরুকে যা দেবে সে তোলা রইল।

গুরু। স্নধু তোলা রইল না মা, সুদে রইল—দেবোদ্দেশে বা সুব্রাহ্মণকে যা কিছু দেবে তার শতগুণ বেশী পর জন্মে পাবে। বউমার ও বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। ভক্তি শ্রদ্ধা যথেষ্ট। ওঁকে মন্ত্রটা দিতে পাল্লে আমার মনের সাধ্টা মেটে। আগামী পুর্ণিমার দিন অতি পবিত্র। সেই দিনই উদ্যোগ করা যাক্?

চারু। (জনান্তিকে সরলার প্রতি) ঠাকুরঝি, বল্, আমি এখন মন্ত্র টোন্ত্র নেব না।

সরলা। ও কি কথা বউ! মন্ত্র নাও, গুরুর পা পুজো করো, তবেত্ত পরকালে নিস্তার পাবে। এ জন্মে এই হ'লো, আর জন্মের ভাবনাটা এই বেলা ভাব।

চারু। তোর্ পাকামি রাখ্।

গুরু। মা, তুমি ত নির্ব্বোধ নও, জীব শুদ্ধ নিজের কর্ম্ম-ফল ভোগ করে। ইচ্ছা ক'রে কি চেষ্টা ক'রে কেহ সুখ পায় না। তবে ইচ্ছা ও চেষ্টায় কর্ম্ম হয়। সেই কর্ম্মফল কাহাকে সুখের মুখ দেখায় কাহাকেও বা অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করে। সৎকর্ম্মের ফল, সুখ ও শান্তি; অসৎকর্ম্মের ফল, দুঃখ ও ক্লেশ। এ সংসারে অপুত্রবতী বিধবা দ্বারাই ধর্ম্মকার্য্য ভাল সাধন হয়। সুখ ভোগের লালসা কখনই মিটে না। এজন্য লালসাকে একে-বারে হৃদয় হ'তে দূর করা আবশ্যক। আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়দমন,

পতিপদধ্যান, দেবারাধনা, তীর্থদর্শন ও গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা এই সকল বিধবার প্রধান কার্য্য, ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। কায়মনোবাক্যে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—মন হ'তে বিকারকে দূর করিয়া দাও।

চারু। (সরলার প্রতি) আমার অসুখ কচ্চে, আমি ও ঘরে যাই।

[প্রস্থান।

সুশীলা। ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন ওঁর ধর্ম্মে মতি হ'ক। আর বাবাকে বলুন ওই মাগীগুলো যেন আর বাড়ীতে না আসে। বউ কি ছিল কি হয়েছে!

গুরু। আর একটু বয়স হ'লে আর ও সব থাকবে না। আমার অনেকগুলি বড় লোক শিষ্য এইরূপ বিগড়ে গিয়েছিল, তারা সব আবার সুপথে এসেছে। আর সকলেই কি সরলার মত হবে। যে কয় দিন আছি, দুবেলা এক একবার ওঁর কাছে ব'সে মিষ্ট কথায় উপদেশ দিতে হবে। আমি এখন বাহিরে যাই। তোমরাও ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেখ। যদি একান্ত মত না হয়, তবে আপাতত থাক্ পুনর্যাত্রায় হবে।

[প্রস্থান।

সুশীলা। বউয়ের ভাব গতিক ভাল না। ও মাগীগুলোকে ত আর আস্‌তে দেওয়া হ'বে না। চল্ মার কাছে যাই। মাকে কিছু বলিস্ নে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কালীকিঙ্করের বাটী। চারুমতীর গৃহ।

(রামচন্দ্র ও আহ্লাদী।)

আহ্লাদী। তা আপনারা হলেন বড়নোক, হাত ঝাড়্‌লি বোজা। কাজডা বর মস্তো, ফাঁসিই যাই কি গারদেই যাই। অদেষ্টে মোর কি আছে তা মা কালিই জানেন!

রাম। কিছু ভয় নাই তোর। আমি যখন সহায় আছি তখন কিসের ভয়। টাকা—তার জন্যে ভাবিস্‌নে। এই নে আজ দশ টাকা, আর সেই দিন পঞ্চাশ টাকা দেবো। এই রাখ্‌ ওষুধের শিশি।

আহ্লাদী। বর মান্‌ষির দোষ কি জান বাবা, গোলমাল দেখ্‌লি অমনি দোষ টোস্‌ সব্‌ ঝি চাকরের ঘাড়ে দে আপনারা তফাৎ যায়। তা বাবা যা বলিচি তা কর্‌বো।

রাম। বউকে এক গ্ল্যাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বল।

আহ্লাদী। বউ তোমারে বাগের মতন দেখে। সে কি আস্‌বে। দু দিনির মধ্যি ত একবার ও তোমার সাম্‌নে বার হয় নি। তা বলি গে।

[প্রস্থান।

রাম। সব ঠিক্ হ'ল, শিকলি কাটা পাখী ধর্‌বার কি আর ফাঁদ নাই? "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" বাড়ী ঘর সব দেখা রইলো। ভুল চুক ঘট্‌বার কোন সম্ভাবনাই নাই। এখন জগদীশ্বর ভরশা। (চক্ষু মুদিয়া) জগদীশ! তোমার কার্য্য সাধনের জন্য এই বিপদে ঝাঁপ দিলেম, তুমিই সহায়। দেখো নাথ! যেন কোন বিঘ্ন বিপত্তি না ঘটে। প্রাণের প্রাণ তুমি, তুমি বল না দিলে, সাহস না দিলে কার্ সাধ্য কোন কাজ করিয়া উঠে।

(সুশীলার জল ও পান লইয়া প্রবেশ)

(চক্ষু মেলিয়া) বৌ, তুমি ত এত নিষ্ঠুর ছিলে না, আমি দু দিনের ভেতর একটী বারও তোমায় দেখ্‌তে পাইনি কি এত দোষ করেছি? আর কেনই বা তুমি রাগ ক'রে এলে? তোমাকে কোন্ বিষয়ে আমি কষ্ট দিয়েছি তাই শুন্‌তে এসেছি?

সুশীলা। দেওর আর পেটের সন্তানে কিছুই তফাৎ নাই। আমার কোন কষ্টই ছিল না, মার অসুখ তাই জিদ্ ক'রে এসেছি; তিনি সার্‌লে আবার যাব।

রাম। হাজার কষ্ট থাক্‌লেও স্ত্রীলোকের শ্বশুর বাড়ী ছাড়া উচিত হয় না। হাজার সুখ থাক্‌লেও বিবাহিতা কন্যার পিতৃ গৃহে থাকা সম্মানের নয়।

সুশীলা। সে কথা কি একবার ক'রে। মার আজ বড় অসুখ করেছে, আমি যাই।

রাম। তবে আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আহ্লাদীর প্রবেশ)

আহ্লাদী। আর পারিনি বাবু, এ বুড়ো হাড়ে আর কত সহ্যি হয়, খাট্‌তি খাট্‌তি মলাম্। বিশ্‌কুড়ি বছর আছি, তাই মায়ার খাতিরি ছাড়্‌তি পারিনে। মোরে নলি এক দণ্ড চলে না, মলি কি যোমের বাড়ীর থেকে কাজ কত্তি আন্‌বো, তার্ উপর আবার এই পাচ হাঙ্গামা! যদি নাপ্‌তিতি জন্ম দে থাকে তবে যাত্নগোর্ টেট্টা পায়াবো পায়াবো।

(চারুমতীর প্রবেশ)

চারু। কি বক্‌ছিস্ রে আহ্লাদি, তুই যে দেখ্‌চি দিন দিন্ আহ্লাদী হয়ে উঠ্‌ছিস্। আমি যে কখন্ তোকে ডেকে পাঠিয়েছি শুনতে পাস্‌নে বুঝি? না গ্রাহ্য হয় না?

আহ্লাদী। গ্রাহ্যি হবে না কেন? তোমাগার শোনা আর পত্তি পারিনে, সোনাই পচ্চি, সোনাই পচ্চি। একটা মাদ্‌লি কিন্তু এজন্মে গলায় উঠ্‌লো না।

চারু। আমি ত বলেছি তোকে এক সার সোনার মাদুলি গড়িয়ে দেবো।

আহ্লাদী। বল্‌তি ত শুনি দিতি তো দেহিনে।

চারু। ক টাকা হ'লে তোর মাদুলি হয় বল্ দেখি?

আহ্লাদী। এক কুরি টাহা হলি ছড়া মাদুলি হয়।

চারু। এইনে টাকা, কিন্তু আমি যা বোল্‌বো তাই কত্তে হবে।

আহ্লাদী। তা কর্‌বো।

চারু। এখন তুই কাজে যা। চার্‌টে বাজ্‌লে আমার ঘরে যাস্। টাকার কথা কোথাও বলিস্ নে।

আহ্লাদী। না, না, একি বল্‌বার কথা।

[প্রস্থান।

চারু। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। যা কপালে থাকে তা হবেই। এতদূর এগিয়ে আর পিছোনো যায় না। গুরুঠাকুরগুলো প্রায়ই আকাট মূর্খ ও দারুণ স্বার্থপর হয়; কেবল ফাঁকি দিয়ে নেবে এই চেষ্টা। আমাদের গুরুঠাকুর কিন্তু নেহাৎ ততটা স্বার্থপর নয়। ভাল রকম লেখা পড়াও জানে। ক দিন ধ'রে আমাকে যা বোঝালেন তাতে অনেক সার কথা আছে——কথা গুলো কতক্ কতক্ মনেও ধরে। এ সব যদি সত্য হয় তবেত আমি ঘোর পাপ কত্তে যাচ্চি--মেম্ আর এক রকম বলে—কার্ কথা সত্য?—একদিকে সুখের মনোহর উদ্যান অন্যদিকে কষ্টের ভীষণ বিজন বন্—কোন্ দিকে যাই? না—আত্মাকে এতটা কষ্ট দেওয়া কখনই ধর্ম্ম হ'তে পারে না। যে পথে অগ্রসর হয়েছি সেই পথেই যাব, সুখের উদ্যানেই বিচরণ ক'র্ব্বো। আর ভাব্‌বো না—যাই গোছাই গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বাটীর খিড়্‌কির দ্বার।

(দরজা খুলিয়া আহ্লাদীর প্রবেশ।)

আহ্লাদী। রাত্তির তো এট্টা বেজে গেল কই কেউ তো এলো না। সারা দিনটে খেটে খেটে আবার সারা রাত্তির জেগে থাহা কি বুড়ো মানসির কাজ। কি বা কর্‌বো— নেমক হারামিটে ত কত্তি পার্‌বো না। আজ বিশ কুড়ি বছর লবণ খাচ্চি, শেষ বুড়ো বয়েসে টাকার নোবে কি মিন্‌সেরে ভাষায়ে দেবো? সে ডা হয় না। এক কুড়ি দশ টাহা আচলে বাদ্‌চি, এতো আর ফিরুচ্চিনে, মাদ্‌লি তো গড়্‌বো, বাবুও কোন্ না দশ টাহা বস্‌কিস্ দেবে। তা দেবে, এমন সর্ব্ব-নাশটা বাচালাম্ আর বস্‌কিস্‌টে দেবে না? এই যে দারোগা সায়েব আস্‌চে—

(জমাদার ও দুইজন কনষ্টেবলের প্রবেশ।)

জমাদার। এই যে সেই বুড়ি, দেখ বুড়ি, যদি মিথ্যে হয় তবে কাল তোকেই গারদে পুর্‌বো।

আহ্লাদী। সত্যি মিথ্যে মা কালী জানেন। এহন আমার সঙ্গে আসো, যেহানে থাক্‌তি বলি সে হানে চুপ্ বসে থাহো। যহন্ ডাক্ দেবো তহন্ আস্‌বা।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

(আহ্লাদীর প্রবেশ।)

আহ্লাদী। যাই আর বার গে খিড়্‌কী দরজায় 'দারাই। এক লাটিতি সাত সাপ্ মাত্তি পারি তবে ত মুই নাপ্‌তির ঝি।' বউ ডো কেমন ধারা ছেনাল তা একবার দ্যাখ্‌বো। ভদ্দরের গরে এহেন ছেনাল তো বাপের জম্মে দেহিনি।

[প্রস্থান।

(কিঞ্চিৎ পরে তিনটী ছদ্মবেশী লোককে লইয়া প্রবেশ।)

১ম ছদ্মবেশী। গোল হয়েছে না কি, বউ কোথায় ?

আহ্লাদী। মাষ্টান্নি, চুপ দেও কর্ত্তা জাগ্‌চে। তোমাগার সে শিষ্যি হাত পা মেলে ঘুম দেচ্চে। এই গরের ভিতর থাহ। মুই বউরি বাত্রা দে আসি। (একটী কুঠরীর চাবি খুলিয়া দেওন)

শিক্ষয়িত্রী। গর যে অন্ধকার ?

আহ্লাদী। গেস্ জ্বালায়ে দিতি হবে না কি ? চুরি ডাহাতি কত্তি আইচ, চোরের লাকাতি থাহো।

(তিন জনকে ঘরে পুরিয়া তালা বন্ধকরণ।)

ছোড়ানটা আচলে বাদি। আর বার যাই। যেন রাম যাত্রার বগ্‌দূত হইচি।

[প্রস্থান।

(অপর তিনজন ছদ্মবেশীকে লইয়া পুনপ্রবেশ ও উহাদিগকে অপর কুঠরীতে আবদ্ধ করণ।)

আহ্লাদী। বাচ্‌লাম, গার জ্বর ছাড়্‌লো, এহন কর্ত্তারে ডাকৃতি পাল্লি হয়।

[প্রস্থান)

(নেপথ্যে)। করতা! করতা! জাগো, জাগো, ডাহাত পড়্‌চে, ডাহাত পড়্‌চে। পুবির গরে ডাহাত—হুদল ডাহাত।

(নেপথ্যে)। অ্যাঁ! কোথায়? কোথায়? কোন্ ঘরে? কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বস্ব নিলে! পথের ফকির কল্লে! দুদল ডাকাত! কোন্ ঘরে? রামা, রামা, শীগ্গির মেজ্‌দাকে ডাক্। কোন দিকে গেল? মেয়েগুলোকে ত প্রাণে মারেনি।

(আহ্লাদীর সহিত খাঁড়া হস্তে কালীকিঙ্করের বেগে প্রবেশ।)

কালী। অ্যাঁ কোথায়! এই ঘরে? কই——কোথা গেল?

আহ্লাদী। এ্যাত গোলমাল কচ্চো কেন?

কালী। মর্ গোরবেটী, ডাকাত পড়েছে, সর্ব্বস্ব গেল, বলে——"গোল কর কেন।"

আহ্লাদী। ডাহাত তোমার গরে, ডাহাত এহন ঘুম দেচ্ছে। জাগালি বরো মুস্কিল কর্‌বে।

(কাঁদিতে কাঁদিতে সুশীলা ও সরলার প্রবেশ)

সুশীলা। (কালীকিঙ্করকে ধরিয়া) বাবা, ডাকাতের কাছে যেও না বাবা! সব্ যা'ক, আমরা ভিক্ষে ক'রে খাব।

সরলা। আমার মাথা খাও যেওনা বাবা।

আহ্লাদী। বর্‌দিদি, তুমি মার্ কাছে যাও, এহনি দারোগা বস্‌কি আস্‌বে। সরলা দিদি, তুমিও যাও।

(সুশীলা ও সরলার প্রস্থান এবং প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

প্রতিবাসী। কালি, ব্যাপার খানা কি? ঘুমের ঘোরে রামা ডেকেছে, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌চে।

কালী। আমি ত এখনও কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

আহ্লাদী। বুঝ্‌তে পাল্লি এহনি মাথা মুড়্‌ ভাঙ্গে মর্‌বা।

(জমাদার ও কনেষ্টবলদ্বয়ের প্রবেশ।)

কালী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আপনারা এত রাত্রে গৃহস্থের অন্দরমহলে কার্‌ হুকুমে এলেন?

জমাদার। আপনারই হুকুমে এসেছি। আপনার চিঠি লইয়া আপনার এই বুড়ো ঝি, আজ রাত্রে ডাকাতি হবার সম্ভাবনা এইরূপ ডায়েরি করিবাতে অধীন মোতায়েন থাকা ও এই মাত্র সংবাদ পাইয়া অত্র স্থানে আসা——

প্রতি। ঝি, ব্যাপারখানা কি?

আহ্লাদী। শোন্‌বা না দ্যাখ্‌বা? দরগা বাবা এই দুটো গরে ডাহাত পোরা, এই চাবি ছোরান লও, বেটাদের বার ক'রে বাঁধো। আমি মুরো ঝ্যাটা আন্‌চি।

(চাবি খুলিয়া দুইদল ছদ্মবেশীকে বাহির করিয়া হস্তে বন্ধন)

কালী। (বিস্মিত হইয়া) তোমরা কে? কি জন্য এখানে এসেছ? ভদ্রলোকের মত দেখ্‌চি!

আহ্লাদী। এ্যাহন্‌ শোন্‌বা?

প্রতি। বল্‌ দেখি সব খুলে।

আহ্লাদী। একদল ডাহাত্‌ তোমার বউমার। এই দুই বেটা আর এই মাগী পাণ্ডা হয়ে রাত ক'রে যাত্রী নিতি এয়েচে। বউ মা মাদুলি গড়াতি এক কুরি টাহা মোরে দেছে। চুপি চুপি দোর খুলি দিতি বলেলো। তিনি সজ্জা গজ্জা করে পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি বেঁধে পালিয়ে যাবেন এই সেই মাষ্টান্নি—গোর্‌ বিটী, ভদ্দর নোকের জাত্‌ খাতি আইচিস্‌? (খেংরা মারিতে উদ্যত।)

কালী। বলিস্ কি? এখনি বেটীকে যমের বাড়ী পাঠাব।

আহ্লাদী। আগে গরের বিটীরি জব্দ করো। বিটী কি কোম্ ছেনাল, ওষুদ্ খাতি দেলাম তা কত ঠাট্ কর্‌লে?

প্রতি। কিসের ওষুধ?

আহ্লাদী। এই যে শিশে।

জমাদার। (আঘ্রাণ করিয়া) এতে যে ওপিয়ম আছে?

আহ্লাদী। খালি বরো ঘুম্ হয়।

জমাদার। তুই এ ঔষধ কোথা পেলি?

আহ্লাদী। গরে বসি পালাম, ওষুধ পালাম, টাহা পালাম—

কালী। আহ্লাদি, শীঘ্র সব খুলে বল্, আমার আর সহ্য হয় না, এখনি ব্যাটাদের খুন্ কত্তে ইচ্ছে হচ্চে।

আহ্লাদী। এই তো বল্লাম্, আর বার বল্‌তিছি,—এই দল তোমার বেইপোর্। এই ব্যাটা তোমার বেইপো। কই গো, টাহা কই? নেমকহারামি ভদ্দরের গরে, মোরা ছোট জাত নেমকহারামি কত্তি পারিনে। পাহারাওলা সায়েব মুখির কাপড্ডা খুলি দেও না, একবার চার্‌চকিতি এক হোক্।

কালী। (সবিস্ময়ে) রামচন্দ্র, তুমি ছদ্মবেশে এখানে—তোমাকে পুত্র জ্ঞানে স্নেহ—

আহ্লাদী। শোন, শোন, তোমার বেইপো বরদিদিরি চুরি করবার জন্যি মোরে টাহা আর এই শিশে দ্যায়। ওষুধ খাওয়াতি বলেলো, খাওয়ালি খুব গুম দিত। মুই দিদিরি খাবালাম না, বউরি খাবালাম, ভাব্‌লাম ছেনাল মাগি গুম যাতি লাগ্‌লি পালাতি পারবে না। ভাল করি নি?

প্রতি। তুই খুব বুদ্ধিমতীর ন্যায় কাজ করেছিস্।

কালী। তুই আমার মার কাজ করেছিস, তোর ঋণ আমি জন্মজন্মান্তরেও শুধ্‌তে পার্ব্বো না।

আহ্লাদী। বিশ কুড়ি বছর তোমার লবণ খাচ্চি, টাহার নোবে মুনিবির সর্ব্বনাশ কল্লি সবে কেন? মা কালি সদ্য মুখ দে রক্ত তুলে মারবেন্। তাই সরকার মশায়রি দে নেখন নিখে থানায় গ্যালাম।

প্রতি। সব্ বোঝা গেল। আহ্লাদীর মুখ বন্ধ ক'রে বউ মা এদের সঙ্গে পালাবেন চেষ্টায় ছিলেন, সুশীলাকে চুরী কর্ব্বার জন্যে এই কুলাঙ্গারও আহ্লাদীকেই সহায় ধরে ছিল। নিদ্রায় কাতর থাক্‌লে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়ার বেশ সুবিধা হবে বলেই এই ঔষধের ব্যবস্থা। পুলিসে ডাকাতির সম্ভাবনা ব'লে এজেহার দেওয়ায় জমাদার মোতায়েন হয়েছে।

কালী। তুই কেন আমাকে এসব আগে বল্লিনে?

প্রতি। না ব'লে বরং ভালই করেছে।

কালী। ব্যাটাদের পুলিসে দেওয়া যা'ক।

প্রতি। জমাদার, আসামীদের অন্য ঘরে পাঠিয়ে দাও।

জমাদার। রাম সিং, শালা লোক্‌কো ও ঘরমে লে যাও ডাকাতি একরার্ করাও, সম্‌ঝা?

কনষ্টেবল। সম্‌জেগা নেহি কাহে। বিশ বরস পুলিস্‌মে কাম্ কর্ত্তা হ্যায় একরার করানে নেহি জান্‌তা।

[আসামীগণকে লইয়া প্রস্থান।

জমাদার। সব কথা এখন বুঝতে পাল্লেম। আপনারা ভদ্র-লোক, ঘরের কুৎসা বাহিরে যাওয়া ভাল হয় না। বিবেচনা ক'রে যা ভাল হয় করুন।

কালী। নে যাও ব্যাটাদের থানায়। দশ দশ বছর মেয়াদ দেওয়াব তবে ছাড়্‌বো।

প্রতি। তাতে ফল কি? কেবল ঘরের কুৎসা বার করা বৈত নয়। জমাদার মহাশয় কোন উপায় বল্‌তে পারেন?

জমাদার। আমরা সবই পারি। এই কালামুখি সব কত্তে পারে। তবে পেট্‌টা—

প্রতি। কি কল্লে এ সব আর বাহিরে প্রকাশ হয় না?

জমাদার। কি আর ক'র্ব্বেন। "পুলিস মোতায়েন থাকা প্রকাশ পাওয়া ও ডাকাতগণের উপস্থিত না হওয়া হেতুতে অধীন খৎমা রিপোর্ট দিয়া হুকুম প্রার্থনা রাখে" এই ব'লে আমি রিপোর্ট দিলেই চুকে যাবে। তবে

প্রতি। তবে কি?

জমাদার। রিপোর্টের খরচ। যদি প্রকাশ হয় চাকুরি যাবে; মেয়াদও হতে পারে।

প্রতি। কে দেবে?

জমাদার। আপনারা দেবেন।

কালী। ধূর্ত্তদের কোন শাস্তি হ'বে না, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে যারা উদ্যত হয়েছে তারা বিনা দণ্ডে ঘরে ফিরে যাবে, আর আমি ঘুস্ দেব?

জমাদার। ওকথা বল্‌বেন না মশায়, ঘুস্ আমরা কখন নি না। তবে শাস্তি—তা যথেষ্ট হয়েছে, এর চেয়ে জেলে কি বেশী শাস্তি মশায়? কখন ত আসামী হন নি, তা জান্‌বেন কি। ফৌজদারী আসামীর জেল ত স্বর্গ।

প্রতি। আপনি ২৫৲টাকা নিন, কোন গোল যেন না হয়।

জমাদার। মশায় পাগ্‌লামি কচ্ছেন কেন? আমাদের কত গুলো ভাগ তা জানেন?

প্রতি। ভাগ কি রকম?

জমাদার। সিংহ থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের টিক্‌টিকি-গুলো অবধি হাঁ করে। আমি আর বেশী বিলম্ব কত্তে পারি না। যদি মেটাতে ইচ্ছা থাকে তবে এখনি—

প্রতি। আসামীদের একবার এ ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি একটু ও ঘরে বস্থন।

জমাদার। কনষ্টেবল সঙ্গে থাক্‌বে।

প্রতি। তা থাক্।

[জমাদারের প্রস্থান।

(শোচনীয় অবস্থায় আসামীগণকে আনয়ন।)

রাম। (কাঁদিতে ২) তালুই মশায়, আপনার ছুটী পায়ে পড়ি আমাকে এবার বাঁচান। কনষ্টেবলের প্রহারে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। অপমানের এক শেষ হ'ল, আর অপমান কর্ব্বেন না। পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে এখন আমাকে ছেড়ে দিন্।

প্রতি। তোমরা কুলাঙ্গার জন্মেছ; তা হলেও আমাদের ইচ্ছা নয় যে তোমাকে জেলে দি। কিন্তু টাকা নইলে তো মেটে না। পুলিস—

রাম। যত লাগে আমি দিব, আপনি মিটিয়ে দিন।

শিক্ষয়িত্রী। আমি বাবা কিছু জানিনে। তুমি আমার ধর্ম্মের বাপ্। বেইজ্জৎ যা হ'তে হয় হয়েছি, ভিক্ষে করে খাব, তবু এমন কাজে আর যাব না।

কালী। তোদের কি আর বোল্‌বো, শূলে দিলেও রাগ

যায় না, ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে একেবারে দেশটা মজালি? ঈশ্বরের নামে তোরা পাপ করিস্, তোদের যে নরকেও স্থান হবে না। পরের বৌকে কুপরামর্শ দিয়ে কুপথে নিয়ে যাওয়াই কি তোদের ধর্ম্ম? ধিক্ তোদের জীবনে! ধিক্ তোদের ধর্ম্মে! রাত্রে পরের ঘরে ঢুকে চাকরাণীকে ঘুস্ দিয়ে কুলবধু চুরী কত্তে আস্তে কি তোদের লজ্জা হয় নি? একি ধর্ম্ম, না ডাকাতি, না রাহাজানি! জানিস্ ত এটা ইংরাজের রাজ্য। গলায় দড়ি তোদের!

প্রতি। দে ব্যাটারা নাকে খৎ, বল্ এমন কর্ম্ম আর কখন কর্‌বো না!

(রামচন্দ্র ও হরিপ্রসন্ন ছাড়া সকলের তথাকরণ)

তোমাদের কি লজ্জা হ'ল না কি? দাও নাকে খৎ, বল ধর্ম্মের নামে এমন বদ্‌মাইসি আর কখন ক'র্ব্বো না।

(উভয়ের তথাকরণ ও জমাদারের প্রবেশ।)

জমাদার। আর বিলম্ব কত্তে পারি না। যা হয় স্থির করুন।

প্রতি। স্থির আর কি কোর্ব্বো? আপনাকে সন্তোষ করা যাবে। (কালীকিঙ্করের প্রতি) রামচন্দ্রে ব্যাটার কাছ থেকে একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে নেওয়া যাক্।

কালী। যা ভাল হয় কর। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে। হা বিধাতা! তোমায় মনে কি এই ছিল!! অকলঙ্ক কুলে কালি পড়্‌লো!!!

আহ্লাদী। একবার সেই ছেনালমাগীর গরে গেলি হয় না?

কালী। না রে না, মেজদাদা, যা হয় একটা করে ফেল! আমি আর সহ্য কত্তে পারি না।

[প্রস্থান।

প্রতি। (জমাদারের প্রতি) আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আস্‌ছি। [প্রস্থান।

জমাদার। (রামচন্দ্রের প্রতি) দে শালারা টাকা। তোদের কাছেও টাকা চাই। রাম সিং,—(রাম সিং কর্ত্তৃক কর্ণমর্দ্দন।)

রাম। ছেড়ে দেও বাবা! আমার কাছে টাকা থাক্‌লে এখনি দিতেম। কাল আমি তোমাদের খুসি করে দেবো। আমি মিথ্যাবাদী নই—

জমাদার। তুর্‌ শালা বদ্‌মায়েস্‌! তোর মত অনেক সত্যবাদী শালাকে দেখেছি। বেটা ভাজ্‌কে চুরি ক'রে বিয়ে দেবার জন্যে গুণ্ডো এনে ডাকাতি কত্তে এসেছে, আবার বলে আমি মিথ্যাবাদী নই। আজ ছাড়ান পেলে কাল যত খুসি কর্‌বি তা মা কালিই জানেন। টাকা না থাকে জিনিষ যা থাকে তাই দে। (কর্ণমর্দ্দন)

রাম। বাবা রে! মলুম রে! হরিবাবু, তোমার আংটীটে ভাই খুলে দাও। আমি তোমাকে ভাল আংটী দেবো।

হরি। এ আংটী আমার দেবার যো নাই। মিস্‌ সূর্য্যমুখী আমাকে এ আংটীটী প্রেজেণ্ট দিয়াছেন, তাঁর বিশেষ অনুরোধ—প্রাণ থাক্‌তে ত এটী হাত ছাড়া কত্তে পার্‌বো না।

জমাদার। বটে রে শালা! নেত আংটী খুলে, রাম সিং,—

হরি। (গলা ধাক্কা খাইয়া) এই দিই, এই দিই, আমি খুলে দিচ্ছি। গলা ছাড়, মোলেম্‌! মোলেম্‌!

আহ্লাদী। কেমন! মা কালী আছেন কি না দ্যাহো দিহি।

(নেপথ্যে)। জমাদার মশায় এদিকে আসুন!

[আসামীদিগকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীকিঙ্করের বৈঠকখানা।

(কালীকিঙ্কর ও গুরুদেব।)

কালীকিঙ্কর। সব ঠিক্। জিনিষ পত্র সব বাঁধা হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পথে কোন বিঘ্ন না ঘটে। ঠাকুর! বল্‌তে পারেন, কোন্ পাপের ফলে কন্যা বিধবা হয়? বিবাহিত পুত্র, পত্নী রাখিয়া অসময়ে মারা যায়? আর কোন্ পুণ্য ফলেই বা পুনর্জ্জন্মে আর এ বিধবা-সঙ্কট না ঘটে? বলুন, আমি প্রাণ-পণে সেই ব্রত আচরণ করি।

গুরু। কালি, এরূপ বিধবা-সঙ্কট যে আজ কাল ঘরে ঘরে, তবে তোমার দুরদৃষ্টবশতঃ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

কালী। বাড়াবাড়ি ব'লে বাড়াবাড়ি? আহ্লাদীর বুদ্ধি-কৌশলে জাত কুল রক্ষা হয়েছে; নইলে কি আর এতক্ষণ আমাকে দেখ্‌তে পেতেন।

গুরু। আহ্লাদী অতি দূরদর্শিনীর ন্যায় কাজ করেছে, আর তুমি তার প্রতি যে বিবেচনা করেছ সে তোমার উপযুক্তই হয়েছে। সে খুব খুসী হয়েছে কিন্তু তোমরা চলে যাবে ব'লে বড় দুঃখিত।

কালী। আরও এখানে থাকে, কালই যেতেম, বৌমা সেই দিন থেকে আর কিছু খান না, কারও সঙ্গে কথা কন্ না, তাঁর

বাপ্‌কে সংবাদ দিয়েছি, তারা কেউ এর মধ্যে আসে ভাল, নইলে আপনার সঙ্গে তাঁকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে মেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে এখনি হরিদ্বার রওনা হবো। সেইজন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়ে আনায়েছি।

গুরু। এ কাজটা কি ভাল হবে?

কালী। কি ক'র্ব্বো বলুন? তিনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন। দুদিনের ভেতর একটা কথা অবধি কন্‌নি। সুশীলা, সরলা কি সাধাসাধি কত্তে ক্রটি করেছে।

গুরু। তুমি নিজে কেন তাঁর অভিপ্রায়টা জান্‌লে না? আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনা, তাঁর মন কিন্তু ইদানী খুব নরম হয়েছিল। প্রথম প্রথম ত মোটেই বস্‌তেন না, শেষ যতক্ষণ আমি উপদেশ দিতেম ততক্ষণ এক মনে ব'সে শুন্‌তেন। তুমি একবার নিজে জিজ্ঞাসা কল্লে না কেন?

কালী। ও কথা আর বল্‌বেন না। বেটীর মুখ দেখ্‌লে নরক হয়। এমন্ গুখেগোর বেটীকেও ঘরে এনেছিলেম। বিষয়াদি সব্ আপনার গুপ্তচক্র গদাধরের নামে লেখা পড়া করে দিয়েছি যতদিন আমরা থাক্‌বো ততদিন কেবল প্রত্যেকের জন্য মাসে ২৫৲ টাকার হিসাবে, পাঠাইয়া দিবেন। অবশিষ্ট সমস্তই ঠাকুরসেবায় ব্যয় কর্‌বেন।

গুরু। (চক্ষু মুছিয়া) বাপু কালি! টাকায় কি হবে, তোরা আমার বুকের ধন, তোদের জন্মের মত বিদায় দিতে প্রাণ ফেটে যাচ্চে। তা আমিও সত্বরই তোদের কাছে যাব। হরিদ্বারের নিকটে বেশ একটী নির্জ্জন স্থান দেখে বাড়ী তয়ের কর্‌বো।

(দ্রুতপদে সরলার প্রবেশ।)

সরলা। বাবা, বাবা, বউ কথা কয়েছে! সে ভারি কাঁদ্‌চে; বাবা, সে আমাদের সঙ্গে যাবে। আমার কাছ থেকে একথানা থান কেড়ে নিয়ে প'রে মার পা দুটী ধ'রে কত কাঁদ্‌চে, যেন সে বউই নয়।

(কাঁদিতে কাঁদিতে চারুমতী ও সঙ্গে সঙ্গে সুশীলা ও গিন্নির প্রবেশ।)

চারু। (কালীকিঙ্করের পদধারণ করিয়া) বাবা, সন্তান অবুঝ হয়, সন্তান পাগল হয়, তা ব'লে কি মা বাপ্‌ সন্তানকে পায়ে ঠেলে? (রোদন।)

কালী। মা, আমার প্রাণে বড় ব্যথা—

চারু। ব্যথা দিয়েছি, দারুণ ব্যথা দিয়েছি, চতুর্গুণ ব্যথা কিন্তু বাবা আমি পেয়েছি। সে কথা এখন কেউ বিশ্বাস কর্ব্বে না। আমি বিধাতার কলম রদ্‌ ক'ত্তে যাচ্ছিলেম। আমার মত পাগল কি কেউ আছে? আমার এই গহনাগুলি মা ঠাকুরুণের জন্য ঠাকুর মশায়কে নিতে বলুন। এ পাপীয়সীর দান কি তিনি নেবেন? আর এই কণ্ঠমালা ছড়া আহ্লাদীকে দিন। সে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছে। অনন্ত নরকের ধার থেকে টেনে এনেছে; তার চেয়ে সুহৃদ্‌ আমার আর কেউ নাই। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আপনার পায়ে হাত দিয়ে শপথ ক'রে বল্‌ছি— আমি এখনও নিষ্পাপ আছি। মনে মনে অবশ্য পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তও ক'র্ব্বো। (রোদন।)

গুরু। মা, কেঁদোনা, স্থির হও, তোমার যে জ্ঞান হয়েছে এ বড়ই আহ্লাদের কথা। কালীর ইচ্ছা তোমাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া যান্।

চারু। পিত্রালয়ে? এই মুখ দ্যাখাতে বাপের বাড়ী যাব? যমালয়েও আমি এখন এমুখ দ্যাখাতে পারি না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্কোই ক'র্ব্বো। আমার জন্য বাবা দেশত্যাগী হবেন, আর আমি বাপের বাড়ী গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বো? তা হবে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। যতদিন বাঁচ্‌বো শ্বশুর শ্বাশুড়ির পদসেবা ক'র্ব্বো। সেইই আমার প্রায়-শ্চিত্ত। এ ভিন্ন এ পাপের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

গুরু। সাধু! সাধু!

চারু। ঠাকুর মশায়, বলুন কিসে এ পাপ মোচন হবে? আমি অসাধ্য সাধন কত্তে প্রস্তুত, আপনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিন্—

গুরু। না মা, আর কিছুই কত্তে হবে না। নারায়ণ তোমায় সুমতি দিয়েছেন। নারায়ণ রক্ষা কর! নারায়ণ রক্ষা কর!

চারু। বাবা, বলুন, আমার উপায় কি হবে? মানুষে যদিও আমাকে কুলটা বলে ত্যাগ করে, কিন্তু হরি আমায় ত্যাগ কর্‌বেন না, তিনি অন্তর্যামী

সুশী। বাবা বউকে নিয়ে চলুন।

চারু। সরলা, দিদি আমার, তুই একবার বাবাকে বল্, আমি তাঁর চরণে অপরাধ করেছি আমার কথা না শুনুন তোর কথা তিনি ফেল্‌বেন না। তুই সতীকুলের আদর্শ, আমাকে

দিদি তোর পথে যেতে দে, তোর কাছে থেকে জ্ঞানধর্ম্ম শিখ্‌তে দে। (সরলার হস্ত ধরিয়া রোদন।)

সরলা। বাবা, বউকে ফেলে আমরা যাব না। বউকে নিয়ে যেতেই হবে।

কালী। তবে চলুন, আর কেন তবে বিলম্ব? প্রভু! আপনি আমার হয়ে বঙ্গবাসীকে বল্‌বেন, যেন তাঁরা এ সঙ্কটকে আর উপেক্ষা না করেন। আমার ন্যায় অনেকেই এইরূপ বা অন্যরূপ বিধবা-সঙ্কটে পড়েছেন, অনেকেই হয় তো এখনও পতিত, অনেকেরই ভবিষ্যতে পড়্‌বার সম্ভাবনা। কিন্তু সাবধান! স্ত্রীলোকের সুশিক্ষা হয়, সে মন্দ নয়, কিন্তু কুশিক্ষায় বড় বিষ ফল ফলে। বিশেষ বিধর্ম্মীর হাতে যেন যুবতী বিধবাদের শিক্ষা ভার দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত না থাকেন। কলিকাতাবাসী ভায়াদে এ কথাটী একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বেন। (চারুমতী, সুশীলা ও সরলার প্রতি) চল মা সকল। ঠাকুর মশায়কে প্রণাম কর।

(সকলের প্রণাম।)

গিন্নি। ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আর মনস্তাপ না পাই। স্বামীর পায়ে মাথা রেখে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পা দুখানি ভাব্‌তে ভাব্‌তে যেন শীঘ্র শীঘ্র মর্‌তে পারি।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।